প্রকাশক—
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র রায়

প্রিণ্টার—
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
দি মিরর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১২৩।২এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

বৃত্তান্ত ছয়শ' পৃষ্ঠা ছাড়াইয়া গিয়াছে। চীন, জাপান ইত্যাদি বিষয়ক পর্য্যটন-গ্রন্থও আকারে বেশ বড়। কিন্তু ছয় মাসের সুইস্-প্রবাস ষাট পৃষ্ঠাও দাবী করিতে পারিল না।

কারণ অতি সোজা। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থমালার অন্যান্য খণ্ডগুলা দেশ-দেখার কথায় এবং লোকজনের সঙ্গে মোলাকাতের বৃত্তান্তে ভরা। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেশ "দেখিবার" জন্য সুইটসার্ল্যাণ্ডে আসা হয় নাই। কয়েকটা লেখাপড়ার কাজ তাড়াতাড়ি সারিবার উদ্দেশ্যে সুইস্-সাগরের কূলে এক নিভৃত পল্লীতে "নির্জ্জন" জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(২)

আমেরিকা ছাড়িবার পর,—ফ্রান্সে পদার্পণ করা (নবেম্বর ১৯২০) হইতে তিন বৎসরের ভিতর, লেখাপড়ার জন্য ছুটি জুটিয়াছে অল্পমাত্র। ফরাসী এবং জার্ম্মান সমাজে ভারত-সন্তানের পক্ষে কাজের ভিড় এত বেশী যে বিদ্যাচর্চ্চার মতলবে অবসর পাওয়া নেহাৎ কঠিন।

লুগানোয় মনের সাধে ফরাসী ও জার্ম্মাণ কাগজপত্র এবং কেতাবাদি ঘাঁটিবার সুযোগ জুটিয়াছে। ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে থাকিবার সময় দুইদণ্ড ধরিয়া ফরাসী বা জার্ম্মাণী পড়িবার জন্য সময় করিয়া লওয়া কষ্ট-কল্পনাসাধ্য ছিল। তাহার উপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পণ্ডিত-পরিষদে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ জুটিত অনেক। বহু ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রণগুলা গ্রহণ করা সম্ভবপর

হয় নাই। সেই সব "নিমন্ত্রণ রক্ষার" জন্য ডাক-হাঁক আজও আসিতেছে।

লুগানোর দ্বিতীয় কাজ ছিল ইয়োরোপীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা। "ইকনমিক্ ডেহ্বেলপ্‌মেণ্ট্" নামে কতকগুলা রকমারি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে ইংরেজিতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের গতিবিধি স্বরূপ করিবার দিকে এই সকল আলোচনার প্রধান দৃষ্টি। কোনো কোনোটা ইতিমধ্যে "বম্বে ক্রনিকল," "মাইসোর ইকনমিক্ জার্ন্যাল," "ওয়েলফেয়ার," "ফোরাম," "ক্যালকাটা রিহ্বিউ," "ফরওয়ার্ড," "মডার্ণ রিহ্বিউ" ইত্যাদি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সমাজতত্ত্ববিৎ এঙ্গেলস্-প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" এবং ফরাসী ধনবিজ্ঞানবিৎ পোল লাফার্গের "ধনদৌলতের রূপান্তর"—এই দুই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করা ছিল লুগানোর তৃতীয় কাজ। বই দুইটা প্রায় ছয়শ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

অধিকন্তু লুগানোয় থাকিতে থাকিতেই "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন" নামক কেতাব লেখা গিয়াছে।

(৩)

ছয়মাসের এই বৃত্তান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে বসবাস করিয়াও সুইস্-আবহাওয়ায় জীবন কাটাইয়াছি একথা পূরাপূরি বলা চলে না। কাজেই সুইস্-সমাজের বিবরণ অতি চটী রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। তবে জীবন

সকল তরফ হইতেই কিছু কিছু তথ্য আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখিয়াছি মাত্র একটা প্রবন্ধ। সেটা "স্ন্যাপ্‌শট্‌স্‌ অব্‌ সুইস লাইফ্‌" নামে "ফরওয়ার্ড" কাগজে বাহির হইয়াছে।

এই কেতাবের কিয়দংশ বাহির হইয়াছে "ভারতবর্ষ"য় এবং কিয়দংশ "প্রবাসী"তে। সম্পাদকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মেরাণো, ইতালি
সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।



লুগানো হ্রদের আবেষ্টন

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

জার্ম্মাণির শ্বোআর্ট্‌স্‌-হ্বাল্ড

ষ্টুটগার্টের পথে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে পৌঁছিলাম। এই শহর দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মাণির এক বিপুল গৌরব-কেন্দ্র। ম্যিন্‌খেন, ড্রেসডেন, ক্যোলন্‌ ইত্যাদি শহরের মত ষ্টুটগার্টকে জার্ম্মাণ "কুল্টুরের" পীঠস্থান বিবেচনা করা চলে।

বড় বড় রঙ্গালয়, সঙ্গীত-ভবন ইত্যাদি ত আছেই। সুকুমার শিল্পের সংগ্রহালয় এবং অন্যান্য মিউজিয়াম ষ্টুটগার্টে কয়েক গণ্ডা। বার্লিনের শিল্পরসিকেরা জার্ম্মাণ শিল্প-কেন্দ্রের তালিকায় ষ্টুটগার্টকে কোনো মতেই ভুলে না। এখানকার "টেক্‌নিশে হোখ্‌শুলে" বা টেক্‌নিক্যাল কলেজে হাজার হাজার দেশী বিদেশী ছাত্র উচ্চতম অঙ্গের এঞ্জিনিয়ারিং এবং ফলিত-রসায়ন শিক্ষা করিতে পারে। অধিকন্তু কেতাব ছাপা এবং প্রকাশের ব্যবসায় ষ্টুটগার্টকে লাইপৎসিগ, ম্যিনখেন ইত্যাদি শহরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি।

অতি সুরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর শহরের অবস্থান দেখিতে পাইলাম। জনপদকে "শ্বোআর্ট্‌স্‌-হ্বাল্ড" বা কৃষ্ণবন

বলে। পাহাড়ী অঞ্চল। গাছের ভিতর পাইনের সংখ্যা বেশী। গাঢ় সবুজের আওতা চোখে পড়ে বলিয়া বোধ হয় গোটা জনপদকে "শ্বোআর্ট্‌স্‌" বা কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আল্পস পাহাড়ের উত্তর কোমরের অথবা পায়ের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মাণিকে উত্তর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জের বিবেচনা করা সঙ্গত। জার্ম্মাণ নরনারীরা শ্বোআর্ট্‌স্‌-হ্বাল্ড অঞ্চলে গ্রীষ্ম কাট্যাইতে আসিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রবাসের আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে।

জুরিখের পথে

(১)

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ (১৯২৩)। এবার কিছু তাড়াতাড়ি বরফ পড়া সুরু হইয়াছে। "কৃষ্ণবন" আগাগোড়া সাদা দেখিতেছি। কয়েক ঘণ্টায় শাফ্‌হাউজেনে আসিয়া গাড়ী ঠেকিল। এইখানে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সীমানা। ষ্টেশন ছাড়িবামাত্রই গাড়ী হইতে দেখা গেল "রাইণ-ফাল" বা রাইণ-প্রপাত। নায়গ্রা প্রপাতের দৃশ্য স্মরণে আনিবার কোন কারণ পাইলাম না। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরিয়া দেখিবার মতন একটা জলপ্রপাত বটে।

গাড়ীর ভিতর সহযাত্রী একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অভিনেতা। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য

ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া জুরিখে চলিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন:— "সুইস গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ পর্য্যটকদিগকে কোনো মতেই পাস-পোর্ট দিতে চায় না। জার্ম্মাণরা সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে গণ্ডায় গণ্ডায় আড্ডা গাড়িতে থাকিলে, সুইস নরনারীর কর্ম্মাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভয়ে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে কড়া নিয়ম জারি করা হইয়াছে।"

একজন সুইস্‌ ব্যবসায়ী সপরিবারে বার্লিন হইতে দেশে ফিরিতেছেন। ইনি নিজে ফরাসী নারীর সন্তান। ইঁহার পত্নীর জনক-জননী জার্ম্মাণ। ব্যবসায়ী মহাশয় অভিনেতাকে বলিলেন:—"সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড জার্ম্মাণিকে ভালবাসিবে কি করিয়া? জার্ম্মাণদের ভয়ে-ভয়ে আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয় যে! প্যারিসের অবস্থান যদি লিওঁ শহরের ঠাঁইয়ে থাকিত, তাহা হইলে ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণ পল্টন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইত না কি? তাহা হইলে আমাদের কপালে জুটিত ঠিক্‌ বেলজিয়ানদের দুর্দ্দশা। এই কারণেই সুইস সমাজে জার্ম্মাণদের আদর নাই।"

(২)

গাড়ী চলিতেছে পাহাড়ের পায়ে পায়ে,—উপত্যকার উপর দিয়া। দুই ধারে বিশেষ কোনো বর্দ্ধিষ্ট পল্লী চোখে পড়িল না। জমিন বরফে ঢাকা। চাষবাসের কোনো লক্ষণ নাই। অধিকন্তু শরৎ-হেমন্তের শস্য কাটা হইয়া গিয়াছে

কাজেই রেলে বসিয়া এখন আর কোনো মতেই কিষাণ জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতে পারে না। পল্লী-কুটীরের গড়নে কোনো বিশেষত্ব নাই। গির্জ্জার চূড়াও চোখে পড়িল না।

জুরিখে পৌঁছিতে পৌঁছিতে এক বড় গোছের নগর-জীবনের সমীপবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু শহরের ভিতর জনসমাগমের অথবা অন্য কোনো প্রকার বিপুলতার প্রভাব নাই। প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির তুলনায় জুরিখ নেহাৎ ছোট সন্দেহ নাই।

শহরটার ঠিক খাঁটি সুইস (এক্ষেত্রে জার্ম্মাণ) উচ্চারণ ভারত সন্তানের পক্ষে রপ্ত করা কঠিন। "জু"র স্থানে "ৎস্যি" এবং "ৎস্যু" এই দুই আওয়াজের মাঝামাঝি একটা আওয়াজ অভ্যাস করা আবশ্যক। জার্ম্মাণরা ছাড়া আর কোনো জাতি এই উচ্চারণের জন্য মাথা ঘামায় না। ভারতবাসীও শহরটাকে সোজাসোজি জুরিখ বা এমন কি জুরিচ বলিয়া জানিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না।

ভৌগোলিক নামকরণ

দেশটার নামই বা কি সোজা? এখানে তিন তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জাতির "স্বদেশ"। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে স্বদেশকে ডাকিয়াও থাকে। জার্ম্মাণরা বলে "শ্বো-আইট্‌স্", ফরাসী নাম "সুইস্," আর ইতালীয়ান ভাষায় এই দেশ "স্‌ভিৎসেরা"।

ভারতীয় ভাষায় এই দেশের নামকরণ কিরূপ হইবে, কোনো ভারতীয় ভূগোল-লেখক তাহার আলোচনা করেন নাই। আমরা বিলাতী নামটাই ইস্কুলে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি।

ভারতীয় ভাষা যথার্থরূপে সজীব ভাষা হইলে, এই দেশের নামকরণে আমরা খাঁটি স্বরাজ রক্ষা করিতে পারিতাম।

প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাতৃভাষার "ধাত্" অনুসারে বিদেশের শহর-পল্লী-প্রদেশগুলির নাম গড়িয়া লয়। এই ধরণের নাম গড়িয়া লওয়া স্বাধীনতার এবং স্বতন্ত্র জীবনবস্তার এক মস্ত চিহ্ন। কেবল নাম সৃষ্টি করা মাত্র নয়। বিদেশী নামের উচ্চারণেও স্বরাজ চলিতেছে জগতের সকল স্বাধীন দেশে।

বিলাতী "লন্‌ডান্"কে জার্ম্মাণরা জানে "লণ্ডন" বলিয়া। ইতালীয়ানদের ভাষায় বিলাতী শহরটা "লোন্দ্রা"। ফরাসী নাম "লোঁদ্"। অতএব কোনো বিদেশী মুলুকের নাম করিতে হইলে ভারতবাসীকে ঠিক বিদেশী উচ্চারণটা জাহির করিতেই হইবে, এইরূপ ভাবা অসঙ্গত।

সুইস দুধ

ভারতে আমরা জানি, "গোআলিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ" আসে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড হইতে। হোটেলে সকাল বেলা খাইতে বসিয়া দেখি, টেবিলের উপর প্রকাণ্ড এক চানে মাটির ভাঁড় দুধে ভরা। ভাবিলাম, দুধের বাথানে যখন আসিয়াছি, তখন দুধ জলের মতনই বোধ হয় সস্তা। অধিকন্তু বার্লিনে কিম্বা জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরে দুধের দেখা পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য ছিল। কাজেই সুইস জাতিকে গোআলা জাতিরূপে

বিবৃত করিতে সহজেই প্রলুব্ধ হইতেছি। কিন্তু একজন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক বলিলেন ঃ—"দুধ, মাখন, পনির ইত্যাদির দাম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে খুব বেশী। দেশদেশান্তরে এত রপ্তানি হয় যে, সুইসরা অনেক সময় দুধের চেহারা দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। অধিকন্তু, দুধের চাষ হয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম জনপদে। জুরিখ ইত্যাদি অঞ্চলে গোআলার ব্যবসা বড় ব্যবসা নয়।"

নেস্‌লে কোম্পানীর "কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌" দুধ ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। নেস্‌লে একজন ফরাসী জাতীয় সুইস। পশ্চিম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক পল্লীতে বা ছোট শহরে নেস্‌লের কারখানা অবস্থিত।

কায়রোর হোটেলে এবং মিশরের অন্যান্য হোটেলে বসবাস করিবার সময় সুইস জাতিকে বাবরচি রূপে প্রথম চিনি। তখন ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুইসরা রাঁধে ভাল। জুরিখে আসিয়া বুঝিতেছি, সুইসদের এই যশটা একমাত্র বিদেশেই আবদ্ধ থাকিবার জিনিস নয়।

সুইসদের জার্ম্মাণ-বিদ্বেষ

এক জার্ম্মাণ পরিবার আট দশ বৎসর জুরিখে আছেন। ইঁহারা বলিতেছেন ঃ—"জুরিখ জার্ম্মাণ-ভাষী সুইসদের জীবন-কেন্দ্র বটে। কিন্তু খাঁটি জার্ম্মাণ সমাজকে এই সকল সুইসরাও ভাল চোখে দেখে না। আমরা এ দেশে নেহাৎ বিদেশী রূপে চলাফেরা করি। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড-প্রবাসী জার্ম্মাণ নরনারীরা

নিজেদের ভিতর লেনদেন আলাপ আপ্যায়ন আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য। আমাদের সঙ্গে সুইস-জার্ম্মাণদের সামাজিক আসা-যাওয়া এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।”

জুরিখে এক মাঝারি গোছের দোকানে স্যাক্‌সনির এক জার্ম্মাণ যুবা উচ্চতর পদে চাকরী করিতেছেন। তাঁহাকে দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা—বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই সুইস—চক্ষুঃশূল বিবেচনা করিয়া থাকে। কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল যে, জার্ম্মাণির লোকেরা উত্তর-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা সুইস কারবারে মোটা মাহিয়ানা ভোগ করিয়া আসিতেছে। সুইসরা জার্ম্মাণদের হুকুম তামিল করিয়া চলে। ইহাও এক প্রকার “নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,” এবং অনেকটা “পরদীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।”

জার্ম্মাণির জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে সুইস-জার্ম্মাণদের “স্বদেশী” আন্দোলন বুঝিয়া উঠা যে-কোনো রক্তমাংসের মানুষের পক্ষেই অতি সোজা কথা।

জেনেভায় ফরাসী-বিরোধ

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নরনারী ফরাসী গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া পঁয়কারের সঙ্গে সুইস দরবারের চিঠি-পত্র চলিতেছিল। একটা সমঝৌতা কায়েম হইবার আশা করা হইতেছিল। কিন্তু ফ্রান্স কড়া মেজাজের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই ঝগড়া পাকিয়া উঠিতে চলিল।

ঝগড়াটা চলিতেছিল জেনেহ্বা শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানার নিকটবর্ত্তী ফরাসী জনপদের বাণিজ্য-পথ লইয়া। জনপদটা দুই জেলায় বিভক্ত ঃ—ওৎ-সাহ্বোআ এবং জেক্‌স্‌। জেলা দুইটা ফ্রান্সের অন্তর্গত। জেনেহ্বা অবশ্য সুইস রিপাব্লিকের অন্তর্গত' নগর। এখানে ফরাসী ভাষার রেওয়াজ। জুরিখ যেমন সুইস সমাজে জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরের" কেন্দ্র, জেনেহ্বা সেইরূপ সুইটসার্ল্যাণ্ডে ফরাসী সভ্যতার পীঠস্থান। জেনেহ্বার জার্ম্মাণ নাম গেন্‌ফ্‌। ফরাসীরা ইহাকে বলে জেনেহ্ব্‌।

১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সুইস এবং ফরাসী রাষ্ট্রে একটা সন্ধি-পত্র সহি করা হয়। শর্ত্ত ছিল এই যে, জেনেহ্বার সুইস-ফরাসীরা ফ্রান্সের জেলা দুইটায় বিনা শুল্কে কেনাবেচা করিতে পারিবে। দুই দেশের ভিতর যে রাষ্ট্রীয় সীমানা আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেই সীমানা স্বীকার করা হইবে না।

এই "অবাধ বাণিজ্যে"র সুযোগে সুইস নগরটা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিয়াছে। ওৎ-সাহ্বোআ এবং জেক্‌স্‌ জেলা দুইটার ফরাসী প্রজারাও শস্তায় সুইস মাল খরিদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার তরফ হইতে ফরাসী জাতিকে অনেকটা খর্ব্বতা স্বীকার করিয়া চলিতে হইয়াছে। ফ্রান্স একশ' বৎসর ধরিয়া নিজ স্বাধীনতার আংশিক লোপ সহ্য করিয়াছে। পঁয়কারে এই অবস্থা আর বেশী দিন টিকিতে দিতে রাজি নন। বাণিজ্যের সীমানাকে রাষ্ট্রীয় সীমানায় না ঠেকাইয়া ইনি শান্ত হইবেন না।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ক্ষমতা অতি অল্প। ১৮১৫-১৬ সালের সন্ধিপত্র ছাড়া সুইস জাতির স্বপক্ষে কোনো যুক্তিও বাস্তবিক পক্ষে ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু জেনেহ্বার আর্থিক অবস্থায় বিশেষ দুর্গতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে যতগুলা পঞ্চায়ৎ আছে, সর্ব্বত্র মজলিস্‌ বসিয়াছিল। সকলে মিলিয়া একস্বরে ব্যর্ণ্‌ শহরের কেন্দ্র-দরবারকে জানাইয়াছে যে, পঁয়কারের প্রস্তাব কোনো মতেই গ্রাহ্য করা হইবে না। ফেডার্যাল দরবার ফরাসী গবর্মেণ্টকে সুইস নর-নারীর মত জানাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু পঁয়কারে কথা কাটাকাটিতে সময় নষ্ট করিবার পাত্র নন। ১০ নবেম্বর তারিখে ফরাসী শুল্ক-আফিস জেনেহ্বার দুয়ারে বসানো হইয়াছে। জেনেহ্বা হইতে ওৎ-সাহ্বোআ জেলায় সওদা কেনা বেচা করিবার উপর মাশুল চড়ানো হইয়াছে। এমন কি সাইকেল, অটোমোবিল ইত্যাদি যান ব্যবহারের জন্যও "পাশ" অর্থাৎ ট্যাক্‌স আবশ্যক। সুইস জাতি ফ্রান্সের জুলুম কতখানি সহ্য করিবে, সর্ব্বত্র তাহার আলোচনা চলিতেছে।

জেনেহ্বা ফরাসী সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক জগৎ-প্রসিদ্ধ নগর। দুনিয়ার ইতিহাসে এই নগরে অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার আশ্রয় স্থান রূপে বহু নির্য্যাতিত নর নারী এই নগরে আড্ডা গাড়িয়াছেন। শেলী, বায়রণ ইত্যাদি বিলাতী কবিগণের এই এক প্রিয় শহর। কাজেই জেনেহ্বা ভারতেও অপরিচিত নয়।

লোজানে রুশ মোকদ্দমা

আজকাল সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আর এক ফরাসী কেন্দ্র ভারতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার নাম লোজান (জার্ম্মাণ উচ্চারণ লাওজান)। এই শহরেই আঙ্গোরার যুবকতুর্ক তাহার বিজয়-লাভের সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি লোজানে এক মস্ত বড় মোকদ্দমা চলিতেছিল। সোহ্বিয়েট রুশিয়া শ্রীযুক্ত হেবারোব্‌স্কিকে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। কন্‌রাড়ি নামক একজন সুইস তাঁহাকে হত্যা করে। বিচারে প্রকাশ যে, সোহ্বিয়েট গবর্মেণ্ট বহু ধনী সুইসের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করিয়াছে। অনেক নির্দ্দোষ সুইস নর-নারী মস্কো শহরে বোলশেহ্বিকদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সহিতে বাধ্য হইয়াছে। কন্‌রাড়ি নিজে একজন ধনী লোক। রুশিয়ায় তাঁহার বড় ব্যবসা ছিল। ইনিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এই সকল জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য কন্‌রাড়ি রুশ প্রতিনিধিকে খুন করিয়াছে। আদালতের রায়ে কন্‌রাড়ি খালাশ হইল।

সুইসরা খুসী। সকলে বলাবলি করিতেছে—"এইবার রুশিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডকে যমের মতন শত্রু বিবেচনা করিবে।" কিন্তু কোনো কোনো সুইসের মুখে শুনিতেছিঃ—"রুশ গবর্মেণ্ট সরকারী হিসাবে সকল রাষ্ট্রের উপরই জুলুম চালাইয়াছে। কিন্তু

তাহার জন্য কোনো রুশ ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনা করা যায় কি? হেবারোব্‌স্কিকে কন্‌রাড়ি খুন করিয়াছে, ইহা একটা ব্যক্তিগত খুনাখুনির মাম্‌লা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির আড়াআড়ি ঢুকানো বে-আইনি। সুইস আদালতের বিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। কন্‌রাড়িকে দোষী সাব্যস্ত করাই উচিত ছিল।” বাজেল শহরের “নাট্‌সিওনাল ৎসাইটুঙ্‌” এই অবিচারের জন্য সুইস জুরির এবং সুইস আদালতের যারপর নাই নিন্দা করিতেছে। কাগজটা সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক উদারপন্থী দৈনিক।

বস্তুতঃ জুরির ভিতর মাত্র চারজনের মত ছিল কন্‌রাড়ির স্বপক্ষে। পাঁচজন মত দিয়াছিল বিরুদ্ধে। অন্ততঃ ছয়জন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহার সাজা হইত। জুরির দুই-তৃতীয়াংশ একমত না হইলে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে আসামীর সাজা হয় না।

ধর্ম্মশিক্ষায় মতভেদ

জুরিখের “কাণ্টন”-সভায় ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। কাণ্টন শব্দে জেলা বুঝিতে হইবে।

সুইসরা প্রধানতঃ ৎসুইংলি-পন্থী ধর্ম্ম-সংস্কারের মত মানিয়া চলে। জার্ম্মাণিতে লুথারের যে ঠাঁই, ফ্রান্সে ক্যালহ্বিনের যে ঠাঁই, সুইস সমাজে ৎসুইংলির সেই ঠাঁই। এই তিন ধর্ম্ম প্রচারকই ক্যাথলিক মতের বিরুদ্ধে দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

সুইস নরনারীর ভিতর—অন্ততঃ জার্ম্মাণ-সুইস সমাজে ৎসুইংলির প্রভাব প্রবল। কিন্তু ক্যাথলিক মতের লোক, গির্জ্জা এবং পুরোহিতের সংখ্যাও মন্দ নয়।

কাণ্টন-সভায় একজন ক্যাথলিক পুরোহিত বলিয়াছেন ঃ—"সরকারী অবৈতনিক পাঠশালায় প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা অবশ্য-গ্রহণীয় রূপে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তবে ক্যাথলিক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে ৎসুইংলি-পন্থীদের আওতায় ক্যাথলিক নর-নারীর ধর্ম্মবিশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হইবে।"

এই বিষয়ে "কৃশচিয়ান-সোস্যালিষ্ট"দের সঙ্গে ক্যাথলিকরা একমত। কিন্তু "এহ্বাঙ্গেলিষ্ট" নামক ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা একদম উল্টা কথা বলেন। তাঁহাদের এক পুরোহিত সভায় বলিয়াছেন ঃ—"পাঠশালায় ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করাই যুক্তি-সঙ্গত। কেন না, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন। এই সকলগুলার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কোনো ধর্ম্মশিক্ষক মত প্রচার করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সম্প্রদায়গুলার বহির্ভূত সর্ব্বখৃষ্টানমান্য একটা তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্ম আবিষ্কার করা অসম্ভব।" একজন "ডেমোক্র্যাটিক" প্রতিনিধি এবং একজন কিষাণ প্রতিনিধিও এহ্বাঙ্গেলিষ্ট পাদ্রীর মতে সায় দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশিক্ষার বদলে নীতি শিক্ষা কায়েম করা হউক।" এই সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর

বলেন :—"ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসাধ্য।"

জুরিখের জেলা-সভায়ও কমিউনিষ্ট মতের প্রতিনিধি আছে। তাঁহারা বলেন :—"জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-বিভাগটা এখনই উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা যারপরনাই কম। অনর্থক খরচ। অধিকন্তু এই বিভাগের সাহায্যে মজুর ও কিষাণদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কোনো মতেই সহজ-সাধ্য হয় না।"

স্যুইট্‌ সার্ল্যাণ্ডের সংবাদ পত্র

ব্যর্ণ শহর স্যুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের প্রায় মধ্যস্থলে, কিছু পশ্চিম-ঘেঁসা। এইখানে ফেডার্যাল দরবারের সরকারী কেন্দ্র। আমেরিকার ওয়াশিংটনের মতন স্যুইস রাষ্ট্র কেন্দ্রের নামও জগতে বেশী সুপরিচিত নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মতন এখানকার জুরিখই প্রায় সকল কর্ম্মক্ষেত্রে রাজধানী বিশেষ।

"বুণ্ড্‌" নামক একটা দৈনিক প্রকাশিত হয় ব্যর্ণ শহরে। এইটাকে সরকারী ইস্তাহারের গেজেট বলা চলে।

স্যুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় কাগজ বলিলে জুরিখের "নয়ে ৎস্যিরখার ৎসাইটুঙ" অথবা জেনেহ্বার "জুর্ণাল দ' জেনেহ্ব" ইত্যাদি দৈনিক বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, "ৎসাইটুঙ"টা

ছাপা হয় জার্ম্মাণ ভাষায়। দিনে এইটার তিন সংস্করণ বাহির হয়। "জুর্ণাল" ফরাসী ভাষার কাগজ। দুইবার করিয়া ছাপা হয়।

দৈনিক দুইটাই শিল্প ও ব্যবসায়ওয়ালাদের মুখপত্র। বার্লিনের "টাগেব্লাট" ও "ড্যয়েচে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ" অথবা ফ্রাঙ্কফুর্টের "ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুঙ" ইত্যাদি কাগজের মতন ইহাদের প্রভাব। রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে। ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে যে প্রভেদ, সুইস সমাজের জেনেহ্বায় এবং জুরিখেও প্রায় সেইরূপ প্রভেদ ধরিয়া লওয়া চলিতে পারে।

ঘড়ির ব্যবসা

জুরিখে পৌঁছিয়া ভাবিলাম, শহরের অলিতে গলিতে গণ্ডা গণ্ডা ঘড়ির কারখানা অথবা ঘড়ির দোকান দেখিব। কেন না, ছেলেবেলা হইতেই সুইস ঘড়ির নাম ভারতের সকলেই জানে। "নেস্‌লের" দুধের মতন "কুরহ্বোআজে" কোম্পানীর ঘড়িও আমাদের দেশে সুইস জাতির প্রতিনিধি-বিশেষ।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘড়ির দোকান জুরিখে যেন চোখেই পড়িতেছে না! কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, ঘড়ি তৈয়ারি হয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী অঞ্চলে,—অর্থাৎ পশ্চিম জেলাগুলায়। ফরাসী-সুইসরাই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের গোআলা এবং ঘড়ির

কারিগর। জুরিখে এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত যন্ত্রপাতি, তড়িতের কারখানার আসবাব ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে একটা মাত্র টেক্‌নিক্যাল কলেজ,—সেইটা জুরিখেই অবস্থিত।

নয়শাতল জেলাটার প্রত্যেক পল্লীই ঘড়ির কারখানায় এবং ঘড়ির দোকানে ভরা। এই জেলার অন্তর্গত লাশো-দফোঁ গ্রামকে ঘড়ি-শিল্পের উৎপত্তি স্থান এবং বর্ত্তমান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়। এই গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই ঘড়ির কাজে নিযুক্ত।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর ঘড়ি দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়। এই বৎসরের (১৯২৩) প্রথম ছয় মাসে ৫,৫১৩,২৫৫টা ঘড়ি বিদেশে গিয়াছে। এই গুলার সমবেত দাম ৭৮,০২০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার কোটি ভারতীয় টাকা।

নয়শাতল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলিতেছেন —"এমন কি দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও সুইসরা নিজ নিজ ঘরে বসিয়া সপরিবারে ঘড়ি নির্ম্মাণ করিত। ক্রমশঃ মার্কিণ ব্যবসায়ীদের প্রভাবে বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, আগেকার স্বাধীন শিল্পীরা আজকাল ফ্যাক্টরিতে মজুর মাত্র রূপে কাজ করিতেছে। সুইসরা এই শিল্প-বিপ্লব পছন্দ করে না।" অবশ্য "কুটীর-শিল্প" একদম উঠিয়া যায় নাই।

নারী স্বাধীনতার আন্দোলন

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ব পুরাতন "স্বরাজ"। জনসাধারণের ক্ষমতা, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, প্রজাশক্তি ইত্যাদি বস্তু সুইস সমাজে ছয় শত বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর স্বাধীনতা এবং আত্ম-কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন বিশেষ প্রবল নয়। মার্কিণ মহিলা-পরিষদের এক প্রতিনিধি সুইস সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত।

সুইস মহিলা-পরিষদের এক ধুরন্ধর শ্রীমতী এমিলিন গুর মার্কিন মহিলাকে বলিয়াছেন ঃ—"আমেরিকা এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে অতি সামান্য ক্ষমতার জন্যও নারী জাতিকে পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া একটু একটু করিয়া অধিকার লাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সুইটসার্ল্যাণ্ডের আটপৌরে আইনগুলায় নারী জাতির জন্য সেই সব ক্ষমতা দেওয়া আছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের হুজুগে মাতিবার দিকে সুইস মেয়েরা বিশেষ ব্যস্ত হয় না।"

ধন-সম্পত্তির ভোগ, দান, বাটোআরা ইত্যাদি সম্বন্ধে এদেশে মেয়ে পুরুষদের সমান ক্ষমতা। স্ত্রী-বর্জ্জন বিষয়ে পুরুষের পক্ষে যে নিয়ম, স্বামী-বর্জ্জন বিষয়ে স্ত্রীর পক্ষেও সেই নিয়ম খাটে। সন্তানের উপর পিতার যতটা অধিকার, আইনতঃ মাতার অধিকারও ততটা! এই সকল ক্ষমতা বা

অধিকার সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে মামুলি কথা। বলা বাহুল্য, অন্যান্য "সভ্য" দেশে বহু কষ্ট-কল্পনার ফলে এই সব এক্তিয়ার আটপৌরে আইনে ঠাঁই পাইয়াছে।

কিন্তু সুইস মেয়েরাও "অগ্রসর" হইতেছে। পল্লীপঞ্চায়তে, শহর-"রাটে", কাণ্টন-সভায় এবং "বুণ্ড্‌"-সভায় সভ্য হইবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য সুইটসার্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে নারী সমিতি কায়েম হইয়াছে। এই ধরণের বাইশটা সমিতির মাথায় শ্রীমতী গুরের আসন। তাহার বড় আফিস জেনেহ্বা শহরে।

বাজেল শহরের একজন পোষ্টমাষ্টার এবং তাঁহার পত্নী বলিলেন ঃ—"সুইস পরিবারের পুরুষেরা করে বাহিরের কাজ, আর মেয়েরা করে ঘরের কাজ। ইহাই আমাদের সনাতন রীতি। এই রীতি ভাঙিয়া মেয়েদেরকে বাহিরের কাজে টানিয়া আনা সুইস মেজাজে সহিবে না।"

দারিদ্র্যের সীমানা মাসিক ৪০৲

একজন জীবন-বীমা কোম্পানীর বড় কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে আজকাল ৬৫ বৎসরের উপর বুড়া ৫০,০০০ নরনারীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গবর্মেণ্ট খোঁজ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কোনো উপায় তাহাদের নাই। কাহারো কাহারো হয়ত বা আয়ের পথ কিছু কিছু আছে। কিন্তু

তাহাদের আয়ও বৎসরে ৮০০ ফ্রাঙ্কের অর্থাৎ ৪৮০ টাকার কম।

সুইস গবমে‘ণ্ট দুঃস্থ বুড়াদের জীবন ধারণের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। একজন লোকও যাহাতে খাওয়া পরার অভাবে কষ্ট না পায়, সেইদিকে গবমে‘ণ্টের দৃষ্টি রহিয়াছে। জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডেও এই নীতি চলিতেছে। ভারতবাসী এই নীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন কি?

আর এক কথা, ৪৮০৲র কম যাহার বার্ষিক আয় তাহাকেই সুইস গবমে‘ণ্ট সাহায্য করিতে সচেষ্ট। অর্থাৎ মাসিক ৪০৲র আয়কে সুইস সমাজে দরিদ্রতম বিবেচনা করা হয়। এই তথ্য হইতেই সুইস নরনারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতার মাত্রা ও পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

এই উপলক্ষে সুইস গবমে‘ণ্ট জার্ম্মাণ আদর্শের “সরকারী” বীমার নিয়ম কায়েম করিতে যত্ন লইতেছেন। বুড়াদিগকে টাকা সাহায্য করাটা ভিক্ষা দেওয়ার সামিল। ভিক্ষা দেওয়া আর ভিক্ষা লওয়া দুই-ই মানুষের পক্ষে নিন্দাজনক। ইহাতে চরিত্রের অবনতি ঘটে। কাজেই যাহাতে কোনো লোককে কোনো বয়সে ভিক্ষা করিয়া খাইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত। এই জন্যই সকল দেশে—অন্ততঃপক্ষে উন্নত দেশে, বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণিতে,—“বার্দ্ধক্য বীমার” প্রথা জারি হইয়াছে।

প্রত্যেক লোক সাপ্তাহিক বা মাসিক রোজগারের কিছু কিছু

অংশ বীমা-আফিসে জমা রাখিতে বাধ্য হয়। মনিবও মজুর বা কর্ম্মচারীর নামে বীমা-আফিসে কিছু কিছু চাঁদা দেয়। অধিকন্তু গবর্মেণ্ট এই বীমা ভাণ্ডারে প্রত্যেকের নামে একটা সাহায্য জমা করে। এই "সরকারী" বীমা প্রথার ব্যবস্থাগুলা যুবক ভারতের পক্ষে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার ও আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

স্বদেশী সংরক্ষণ ও আর্থিক আয়োজন

(১)

বিদেশী মাল আমদানির বিরুদ্ধে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে কড়া আইন জারি আছে। কোন্ জিনিসটাকে কোন্ দেশ হইতে আসিতে দেওয়া হইবে, এই দিকে সুইস গবর্মেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমরা ভারতে যাহাকে বয়কট বলি, এ দেশে তাহা অতি সহজে বিনা গণ্ডগোলে মামুলি আইনের সাহায্যে সাধিত হয়।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ মালের বিরুদ্ধে সুইসদের নজর খুব বেশী। শস্তায় জার্ম্মাণ জিনিস সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলে সুইস কারখানার মাল বেচা কঠিন হইবে। তাহা হইলে কারখানায় মাল তৈয়ারি বন্ধ হইবে এবং অনেক মজুর বেকার বসিয়া থাকিবে। এই ভয়ে সুইস গবর্মেণ্ট কয়েক বৎসর হইল জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে চড়া হারে শুল্ক বসাইয়াছে। স্বদেশী-সংরক্ষণ সুইস সমাজে মামুলি নীতি।

আজকাল সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে বেকার সমস্যা

উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই বিদেশী মাল বয়কটের দিকে গবর্মেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জার্ম্মাণ সীমানায় কাষ্টম আফিসের কর্ম্মচারীরা যাহাতে কড়া পাহারা জারি রাখে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সুইসরা মহা স্বদেশ-ভক্ত জাতি। বিদেশী লোক আসিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের টাকা লুটিবে, এই দৃশ্য ইহাদের চক্ষুঃশূল। বিদেশী বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা এক্ষণে বিলাতে যে আকারে দেখা দিতেছে, তাহার ফলে, ক্ষুদ্র সুইস জাতি "চাচা, আপন বাঁচা" নীতি অবলম্বন করিবে, সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

(২)

লোকার্ণো হইতে প্রকাশিত "স্থিড-শ্বোআইট্‌স্" (অর্থাৎ "দক্ষিণ-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড") নামক কাগজের সম্পাদক লিখিয়াছেন :—"লড়াইয়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সুইস জাতিকে অন্যান্য দেশের জন্য অজস্র টাকা খরচ করিতে হইতেছে। কোথায় হাঙ্গারি, কোথায় রুশিয়া,—ইহারা সকলেই সুইস দানশীলতার উপর দাবী বসাইয়াছে। ফ্রান্সের জন্য, জার্ম্মাণির জন্য, অষ্ট্রিয়ার জন্য সাহায্য ভাণ্ডার সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কোন নগরেই বন্ধ হয় নাই। অথচ আজ জার্ম্মাণি-প্রবাসী বহুসংখ্যক সুইস নর-নারী অন্নকষ্টে ভুগিতেছে। তাহাদের জন্য সুইস-সমাজের কোথায়ও সাহায্য-সমিতি কায়েম করা হইতেছে না কেন ?"

দেখিতে দেখিতে জার্ম্মাণি-প্রবাসী দুঃস্থ সুইস পরিবারের জন্য ধন-ভাণ্ডার খোলা হইল। বার্লিনের সুইস দূত স্বয়ংই এই সাহায্য কাজের একজন প্রবর্ত্তক।

এ দেশের বেকার-সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য কোনো কোনো কাণ্টন নয়া সরকারী কাজ সুরু করিতেছে। আর একটা পথ দেখা যাইতেছে, বিদেশে মজুর চালান করা। উত্তর আমেরিকার কানাডা দেশে চাষ-আবাদের জন্য অনেক লোক দরকার। কানাডার গবর্মেণ্ট সুইস চাষী চায়। গবর্মেণ্টে গবর্মেণ্টে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। আজকাল সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী এবং জার্ম্মাণ দৈনিক পত্রে রোজই কানাডা সম্বন্ধে সকল প্রকার খবর ছাপা হইতেছে। বিদেশে মজুর চালান করিবার প্রয়াসে গবর্মেণ্ট স্বয়ংই উদ্যোগী। কাজেই প্রয়োজন হইলে জাহাজ ভাড়া দিয়া সাহায্য করিতেও গবর্মেণ্ট প্রস্তুত আছে।

সুইস সমাজে বিদেশী

জুরিখের রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখ দিয়া যে বড় রাস্তাটা গিয়াছে, সেটার নাম বানহোফ ষ্ট্রাসে। শহরের নামজাদা বড় বড় হোটেল, ব্যাঙ্ক, দোকান, কাফে ইত্যাদি এই শড়কে অবস্থিত। সুইসরা এই পাড়াটার জাঁক করিয়া থাকে।

কিন্তু এক স্বদেশ-ভক্ত সুইস পরিবার বলিতেছে ঃ—"মহাশয়, বড়ই দুঃখের কথা। এই যে সুন্দর সুন্দর রেষ্টরাণ্ট, দোকান

ইত্যাদি দেখিতেছেন, এইগুলায় একটাও সুইস নর-নারী চোখে পড়ে না। বিদেশীরা জুরিখ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই বিদেশী উৎপাত্ না তাড়াইতে পারিলে সুইস সমাজে শান্তি আসিবে না।”

বলা বাহুল্য, এই বিদেশীদের মধ্যে জার্ম্মাণদের সংখ্যা বেশী। আরও শুনিলাম, “জার্ম্মাণির ইহুদিগুলা জার্ম্মাণ জাতির রক্ত-শোষণ করিয়া দেশটাকে জাহান্নুমে পাঠাইয়াছে। খাঁটি জার্ম্মাণ নরনারী অনাহারে মরিতেছে। আর এই ইহুদি বাটপার দালাল ব্যবসাদারেরা বিদেশী টাকার পুঁজি ট্যাঁকে গুঁজিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে বসিয়া মজা মারিতেছেন!”

বিদেশী আক্রমণ হইতে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডকে বাঁচাইবার জন্য জুরিখ কাণ্টনের লোকেরা গ্রামে গ্রামে সভা করিতেছে। এই সকল পঞ্চায়তে ঠিক হইয়াছে যে, বিদেশীদের উপর একটা ট্যাক্স বসাইতে হইবে।

রাষ্ট্রশাসনে সুইস আবিষ্কার

(১)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাইশ কাণ্টন মার্কিণ মুল্লুকের ষ্টেটগুলার মতন স্বাধীন। আরার সুইস কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট আমেরিকার ফেডারল দরবারের ক্ষমতাগুলাই ভোগ করে। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই সুইস-যুক্তরাষ্ট্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি নকল করিয়াছে।

সুইস জাতিকে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ব-পুরাতন গণতন্ত্রী বা

স্বরাজ-পন্থী বলা হইয়া থাকে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেন না আমেরিকায় ১৭৮৯ সালে যে গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সেই শাসন-প্রণালীর আদর্শে সুইস জাতি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের কনষ্টিটিউশন গড়িয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, মার্কিণরাই সুইসদের শিক্ষা-গুরু।

কিন্তু সুইস গণতন্ত্রের দুইটা বিশেষত্ব আছে। মার্কিণরা সুইসদের নিকট এই দুই রীতি শিখিয়াছে। জগতের অন্য কোনো জাতি এখনো এই দুই সুইস "আবিষ্কার" নিজ নিজ শাসন প্রণালীতে কায়েম করে নাই।

(২)

প্রথম সুইস রীতির নাম "রেফারেণ্ডাম।" কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট অনেক বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় একমাত্র সরকারী সভা পরিষৎ ইত্যাদির আলোচনার উপর নির্ভর করে না। সমস্যাগুলা একদম হাটে বাজারে পাড়াগ্রামে মফঃস্বলে হাজির করা হয়। জনসাধারণ যে যেখানে আছে, দল বাঁধিয়া প্রশ্নগুলা আলোচনা করে এবং সেই সম্বন্ধে মত দেয়। এই মতামত কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট মানিয়া চলিতে বাধ্য। বর্ত্তমানে জেনেভা শহরের লাগাও ফরাসী জেলা দুইটা লইয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যে ঝগড়া চলিতেছে, এই ঝগড়াটা "জনসাধারণের নিকট বিচারের" জন্য পাঠানো হইয়াছিল। জনসাধারণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছে।

দ্বিতীয় সুইস বিশেষত্বকে বলে "ইনিশিয়েটিভ" বা আইন সুরু করা। জগতের অন্যান্য দেশে পার্ল্যামেণ্ট ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি সরকারী পরিষৎ সমূহই পুরানা আইন বদলাইবার অথবা নয়া আইন কায়েম্ করিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোকেরা একমাত্র এই মামুলি পথ ধরিয়াই চলে না। তাহারা এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে।

সুইস নরনারী ইচ্ছা করিলে যখন তখন সুইস শাসন-প্রণালী বদলাইবার জন্য গবর্মেণ্টকে তলব করিতে পারে। এই জন্য দেশের শহরে পল্লীতে সর্ব্বত্র জনসাধারণ সভা ডাকিয়া পরামর্শ করে। একমাত্র শাসন-প্রণালীটার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনই এই পরামর্শের বিষয় নয়। নয়া নয়া কানুন কায়েম করাও এই সকল সভায় সাব্যস্ত হইতে পারে। পরে কেন্দ্র-গবর্মেণ্টকে প্রস্তাবগুলা পাঠানো হয়। বর্ত্তমানে জুরিখ জেলার লোকেরা যে বিদেশীদের উপর আইন বসাইতে চাহিতেছে, তাহা এই ইনিশিয়েটিভের ক্ষমতায়ই সম্ভব হইয়াছে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রেফারেণ্ডাম বা ইনিশিয়েটিভ সুইস-স্বরাজে ছিল না। সেই বৎসর এই দুই রীতি সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রথম জারি হয়। পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াঙ্কিস্থানের কোনো কোনো রাষ্ট্রে এই দুইটা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দুই ক্ষমতায়ই জনসাধারণ গবর্মেণ্টকে সর্ব্বদা স্ববশে রাখিতে পারে।



আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ে গো-সেবা

সোশ্যালিষ্ট বনাম কমিউনিষ্ট

বাজেল শহরে সুইস মজুরদের দুইটা দৈনিক কাগজ চলিতেছে। একটা কাগজ মামুলী সোশ্যালিষ্টপন্থী "আর্‌বাইটার ৎসাইটুঙ্‌।" আর একটা বোলশেভিক বা কমিউনিষ্ট-পন্থী। নাম "ফোরহ্ব্যার্ট্‌স্‌"।

"আর্‌বাইটার ৎসাইটুঙ্‌" একটা লটারির বন্দোবস্ত করিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই টাকার সুদ দিয়া প্রত্যেক বৎসর কয়েকজন মজুরকে গ্রীষ্মকালে ছুটির সময় স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠানো হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে।

বোলশেভিক "ফোরহ্ব্যার্টস্‌" বলিতেছে,—"সোশ্যালিষ্টরা জুয়াচোর। দেশের টাকা মারিয়া খাইবার জন্য "আরবাইটার ৎসাইটুঙ্‌" একটা ফন্দি আঁটিয়াছে মাত্র। কোনো মজুর এই ধাপ্পায় ভুলিবে না।"

"আর্‌বাইটার ৎসাইটুঙ্‌" এক পাল্টা জবাব ছাপিয়া বলিতেছেঃ—"সোশ্যালিষ্টদিগকে জুয়াচোর বলিতেছেন কাহারা? বোলশেভিকরা! রুশ গবর্মেণ্টের অনেক টাকা ফোরহ্ব্যার্ট্‌-সের হাতে ছিল। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড-প্রবাসী রুশ কমিউনিষ্টগণকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য ফোরহ্ব্যার্ট্‌সের সম্পাদক মস্কো হইতে এই টাকা পাইয়াছিলেন; অথচ তিনি সব টাকা গাপ করিয়াছেন। আমার হাতে সকল প্রমাণ আছে।"

ফোরহ্ব্যার্ট্‌সের সম্পাদক বলিতেছেনঃ—"রুশিয়ার নিকট হইতে আমি এক দামড়িও পাই নাই।"

জুরিখের পথঘাট

(১)

জুরিখ শহরটা ইন্‌স্‌ব্রুকের মতন সমতল ভূমির উপরই অবস্থিত। কিন্তু এখানেও ইন্‌স্‌ব্রুকের মতনই পাহাড়ী অংশের উপর নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরের "ইস্কুল পাড়াটা"কে প্যারিসের নকলে "কার্তিয়ে ল্যাতাঁ"—ল্যাটিন পাড়া বা "ভট্টপল্লী" বলা হয়। টেকনিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয় ইত্যাদি সবই পাহাড়ের উপর। ইস্কুল-পাড়ার ঘরবাড়ীগুলো জ্‌ রখের স্নুইসদের এক গৌরব বিশেষ।

পাহাড়ের সৌন্দর্য্য আর পাহাড়ী দরিয়ার সৌন্দর্য্য দুই-ই জুরিখবাসীরা ভোগ-করে। কিন্তু বোধ হয় বিদেশীরা প্রথমেই জুরিখের হ্রদ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। এইখানেই ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে জুরিখের প্রভেদ। আল্প্‌স্‌ পাহাড়ের এই দুই রত্নের ভিতর সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে কোনো একটাকে বাছিয়া লওয়া কঠিন।

হ্রদের নীল জল জুরিখকে যার পর নাই চিত্তাকর্ষক করিয়া রাখিয়াছে। পর্য্যটক মাত্রেই টিরোলী আর স্নুইস্‌ শহরের তুলনা করিতে যাইয়া এই মত প্রচার করিতে বাধ্য হইবেন। তবে ইন্‌স্‌ব্রুকের যে কোনো বাড়ী অথবা যে কোনো রাস্তা হইতে আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের মাথার মালা দেখিতে পাওয়া যায়। জুরিখে আল্প্‌স্‌ সত উঁচু নয়। কাজেই প্রাকৃতিক গরিমা এখানে কিছু কম।

(২)

জুরিখের "পুরানা শহরটা"য় মধ্যযুগের সুইস জীবন দেখিতেছি—অথবা আন্দাজ করিতেছি; ছোট ছোট গলি ও ঘর-বাড়ীর আওতায় সুকুমার শিল্পের প্রভাব পাইতেছি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা গির্জ্জা বিদেশীরা সকলেই দেখিয়া যায়। নাম "গ্রোসম্যিন্‌ষ্টার"। "রোমানেস্ক" এবং "গথিক" এই দুই বাস্তু-রীতির খিঁচুড়ি শিল্প-রসিকদের নিকট রসের রসদ বটে। এই গির্জ্জাতেই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লুথার-স্বরূপ ধর্ম্ম-সংস্কারক ৎস্বইংলি দশ-বারো বৎসর ধরিয়া পুরোহিত ছিলেন। সে ১৫১৯ সালের কথা।

জুরিখে লোকেরা স্বাস্থ্যের জন্যও আসে না অথবা সুকুমার শিল্পের জন্যও আসে না। অবশ্য জার্ম্মাণিতে সাহিত্য, নাটক, অপেরা, কনসার্ট ইত্যাদি যা কিছু জন্মে, জুরিখে তার সবই চালান আসে। এখানকার "টোনহালে" বা সঙ্গীতভবন সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডের বাহিরেও নামজাদা। মিউজিয়াম, আর্ট-গ্যালারি ইত্যাদিও আছে। কিন্তু মোটের উপর জুরিখ একটা বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে সুইস সমাজে পরিচিত। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই এই হিসাবে জুরিখের ইজ্জত। জুরিখ জেলায় এবং আশে-পাশে এঞ্জিনিয়ারিং লাইনের কারবার অনেক।

উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্যাল কলেজ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে আছে মাত্র একটা। সেইটা এই স্থান-মাহাত্ম্যের জন্য জুরিখেই কায়েম

করা হইয়াছে। কলেজটা চলে জুরিখ জেলার খরচে নয়, স্যুইস কেন্দ্র-গবর্মেণ্টের খরচে ও শাসনে।

স্যুইটসার্ল্যাণ্ডের ফ্যাক্টরি-সম্পদ

ভারতবর্ষের যে সকল ছাত্র ইয়োরোপে আসে, তাহারা জুরিখের টেক্‌নিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী খবর রাখে না। কিন্তু বার্লিন, মিউনিক, ভিয়েনা ইত্যাদি শহরের তুলনায় জুরিখের "টেক্‌নিশে হোখশুলে"টা খাটো বিবেচিত হইবে না। বলা বাহুল্য, দুচার দশজন ভারতীয় ছাত্র এখানকার ধরণ-ধারণের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে কোনো মত জাহির করা উচিত নয়। তড়িতের বিদ্যা, যন্ত্রপাতির বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিভাগে জুরিখের শিল্প-কলেজের নাম আছে।

জুরিখের "নয়ে ৎস্যুরিখার ৎসাইটুঙ্" কাগজ প্রতি দিন তিনবার করিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক সংখ্যায়ই কল কারখানা, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংবাদ প্রচুর থাকে। এইগুলা রোজ রোজ পড়িয়া স্যুইস জাতির বিপুল শিল্প-প্রয়াসের কিছু কিছু পরিচয় পাইতেছি। কাগজটাকে ত জার্ম্মাণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাগজগুলার সমান বিবেচনা করিতেছিই। এমন কি, সঙ্গে-সঙ্গে ফ্যাক্টরি-শিল্পের আসরে, স্যুইটসার্ল্যাণ্ডকে একটা ছোটখাটো জার্ম্মাণি বিবেচনা করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। এই হিসাবে স্যুইস-সমাজকে যুবক ভারতের এক কর্ম্মক্ষেত্র বিবেচনা করা উচিত।

একটা লজ্জার কথা প্রত্যেক ভারত-সন্তানেরই মনে আসিবে। সুইট্সার্ল্যাণ্ডের লোক-সংখ্যা মাত্র চল্লিশ লাখ। অর্থাৎ ভারতের যে-কোনো তিন জেলায় গোটা সুইস জাতি বাস করিতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর সেই সুইস জাতির নিকট—বিশাল—পুরোপুরি একশগুণ বিশাল—ভারত-সমাজ সাগ্‌রেতি করিতে বাধ্য!

ভারতে আমরা শিক্ষাপ্রচারক পেষ্টালোট্‌সির (১৭৪৬-১ ২৫) মতামত আলোচনা করিয়া থাকি। তিনি জগৎপ্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। জুরিখে তাঁহার জন্ম। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আর এক মনীষী জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নাম রুসো। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জেনেহ্বায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। রুসোর "এমিল" গ্রন্থ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতি-পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পেষ্টালোট্‌সি রুসোপন্থী রূপেই শিক্ষার আসরে সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। ফরাসী সাহিত্যে ও জীবনে—সমগ্র ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায়ই রুসোর প্রভাব বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল।

সুইস আল্পসের প্রাকৃতিক গৌরব

(১)

ভারতে বসিয়া আমরা মনে করি যে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের শহরগুলা সবই উঁচু উঁচু পাহাড়ের ডগায় অথবা উপত্যকায় অবস্থিত। এই ধারণা ভুল। নামজাদা সুইস শহরের কোন-টাই ১৮০০ ফিট পার হয় না।

জুরিখ মাত্র ১৪০০ ফিট উঁচু। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জেনেহ্বা শহরের অবস্থান ইহার চেয়েও নীচু। বাজেল শহর জার্ম্মাণি, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সীমানায় অবস্থিত। শিল্প-বাণিজ্যে এই শহর জুরিখেরই সমান। শিক্ষা-সাহিত্য ইত্যাদির তরফ হইতে অনেকে বাজেলকে জুরিখের চেয়ে বড় মনে করে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বপুরাতন বিশ্ব-বিদ্যালয় বাজেল শহরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সে প্রায় চার পাঁচশ' বৎসরের কথা। বাজেল মাত্র ৮০০ ফিট উঁচু।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাহিরে আর যে কয়টা সুইস শহরের নাম সুপরিচিত, তাহার ভিতর লুৎসার্ণ প্রায় ১৫০০ ফিট উঁচু। লুৎসার্ণ জার্ম্মাণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক বড় কেন্দ্র। লোজানের নাম শিক্ষা-সাহিত্যের আসরে কথঞ্চিৎ পরিচিত। ফরাসী সভ্যতার এক খুঁটা রূপে লোজান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই কারণেও জগতে ইহার নাম রটিয়াছে। লোজান প্রায় ১৭০০ ফিট উঁচু।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারল দরবার বসে ব্যর্ণ শহরে। এই নগর জুরিখ, বাজেল, লুৎসার্ণের মতনই জার্ম্মাণ-সুইস কেন্দ্র। ব্যর্ণের নাম পাঠশালার ভূগোল-ছাত্রেরাও মুখস্থ করিয়া থাকে। এই শহরটা উচ্চতায় লোজানের কিছু বেশী। অর্থাৎ হিমালয়ের শহরগুলার তুলনায় নামজাদা সুইস শহরগুলা সবই নেহাৎ নীচু। শিমলা, নৈনিতাল, আলমোড়া, দার্জ্জিলিঙ এবং এমন কি, টিণ্ডারিয়া, এই সব শহরের সঙ্গে

কোনো প্রসিদ্ধ সুইস শহরই উচ্চতা হিসাবে টক্কর দিতে পারে না।

(২)

আল্পস্ পাহাড়ের দেশগুলা সম্বন্ধে ভারতবাসীর জ্ঞান বিশেষ স্পষ্ট নয়। একটা কথা মনে পড়িতেছে। কি সুইট্সার্ল্যাণ্ড, কি টিরোল—দুই প্রদেশই বহুসংখ্যক হ্রদে ভরা। হ্রদগুলা সাগর বিশেষ। এই পাহাড়ী সাগর গোটা আল্পস্ জনপদের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব। অধিকন্তু এক দিকে হ্রদগুলার কিনারা চাষ-আবাদ, পশু-পালন এবং বস্তি-কায়েমের সুযোগ দিয়াছে। অপর দিকে দেশটা নীল জল এবং নীল আকাশের প্রভাবে সৌন্দর্য্যের খনিতে পরিণত হইয়াছে।

জুরিখের হ্রদ ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইতে না যাইতেই রেলে ফিয়ারহ্বাল্ডষ্টেটার হ্রদ (বা চার জেলার সাগর) পাওয়া গেল। হ্রদের কিনারার কুঁড়েগুলা ছবিতে আঁকা দৃশ্যের মতন দেখাইতেছে। শাফহাউজেন হইতে সুরু করিয়া রেলপথের দুই ধারে দেখিতেছি লাল টালির রঙিন ছাদওয়ালা, কাঠের দেওয়াল-যুক্ত, শান-বাঁধান ঘর। সাগরের ঘাটে ঘাটে নাওয়া, মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। ষ্টীমারে নৌকায় যাতায়াতের আয়োজনও দেখিতেছি। আকাশে মেঘ নাই। মাঠগুলা বরফে ভরা। তরুহীন, বরফ-ঢাকা, সাদা পাহাড়-চূড়াগুলা হ্রদের দুই কিনারায় খাঁড়া হাতে করিয়া যেন আকাশের সঙ্গে লড়িতেছে।

হ্বিলহেল্ম টেলের বাস্তুভিটা

পথে পড়িল উরি, শুইট্‌স্‌ ইত্যাদি পল্লী-সন্নিহিত অঞ্চল। এই জনপদ জার্ম্মাণ নাট্যকার শিলার-বিবৃত বীর হ্বিল্‌হেল্ম টেলের কর্ম্মক্ষেত্র। একজন সহযাত্রী বলিতেছেন:—"টেল নামক কোনো স্যুইস ছিল কি না সন্দেহ। গল্পটা একটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই জনপদের তিন জেলার চাষী-মেষপালকেরা যে লড়াই চালাইয়াছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

সেই ঘটনাই স্যুইস স্বরাজের এবং স্যুইস স্বাধীনতার সূত্রপাত করিয়াছে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন স্যুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডের লোকেরা অপর কোনো জাতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। বরং উরি, শুইট্‌স্‌ এবং উণ্টারহ্বাল্‌ডেন এই তিন পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া আল্পস্‌ পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা বাইশটা স্যুইস কাণ্টন বা জেলা গড়িয়া তুলিয়াছে। হ্বিল্‌হেল্ম টেলের "বাস্তুভিটা" এই অঞ্চলের ফিয়ারহ্বাল্ডষ্ট্যেটার হ্রদকে স্যুইস সমাজে এবং পর্য্যটক মহলেও প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রেলে বসিয়াও হ্রদের এবং পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা উপলব্ধি করিতেছি।



হোটেল হেলভেট্‌সিয়া—কাষ্টাগ্ৰোল

টেসিন বা ইতালিয়ান-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

(১)

বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিতেছি। পাহাড়ী রেলপথ। পাহাড়ে গাছ-গাছড়ার আওতা বেশী নাই। সুড়ঙ্গ ফুঁড়িয়া যাইতেছি—কতগুলা তাহার হিসাব নাই। একটা সুড়ঙ্গ পার হইতে লাগিল পনর মিনিট। গাড়ী চলিতেছিল পুরা দমে। গোটহার্ড পাহাড়ের সুড়ঙ্গ নামে এইটা জগতে প্রসিদ্ধ।

গোটহার্ড ছিল পুরানা আমলে উত্তর-ইতালীয় নবাব-জমিদারদের সীমানা। এই জমিদারদের সঙ্গে সুইস চাষীরা অনেক লড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা জেলা ইতালীর খপ্পর ছাড়াইয়া সুইস কাণ্টনগুলার সামিল হইয়াছে। এই জেলার অধিকাংশ লোক আজও ইতালীয় ভাষায় কথা বলে। সভ্যতা, রীতি-নীতি, কুসংস্কার, চালচলন সবই এখানে ইতালীয়ান্। জেলাটার নাম টেস্‌িন (জার্ম্মাণে), তেস্যাঁ (ফরাসীতে), তিচিনো (ইতালিয়ানে)।

গোটহার্ড পর্য্যন্ত রেলপথ ক্রমে উঁচাইয়া চলিতেছিল। এইবার নামিতে লাগিল। এঞ্জিন চলিতেছে তড়িতের জোরে। সুইটসার্ল্যাণ্ডে শীঘ্রই সর্ব্বত্র বাষ্পের ঠাঁইয়ে তড়িৎ নিজ প্রভাব বিস্তার করিবে। বেলিন্‌ৎসোনা শহরে গাড়ী একদম যেন সমতল ভূঁয়ে আসিয়া ঠেকিল বোধ হইতেছে। এই শহর টেসিন জেলার শাসন-কেন্দ্র। কারখানার ধুমধাম কিছু কিছু দেখিতেছি। গাড়ীতে বসিয়া যে সকল বাড়ী ঘর দেখিতেছি, তাহার বিজ্ঞাপনে

জার্ম্মাণ বা ফরাসী ভাষার রেওয়াজ দেখিতেছি না। লোক-জনের কথাবার্ত্তায় শুনিতেছি অপরিচিত আওয়াজ। বুঝিলাম, ইতালীয় স্যুইস মণ্ডলে আসিয়া পড়িয়াছি।

(২)

টেসিন কাণ্টনের চাষ-আবাদে লক্ষ্য করিতেছি নয়া নয়া দৃশ্য। বরফের প্রভাব এ অঞ্চলে নাই। জুরিখে ছিল শীত। এখানে গরম। দুই ধারের ক্ষেতে আঙুরের চাষের জন্য মাচাঙ দেখিতেছি। ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সমতল মাঠেই সারি-সারি মাচাঙ-শ্রেণী এক অভিনব সমাজের পরিচয় দিতেছে।

একদম হ্রদের কিনারায় আসিয়া পৌঁছিলাম। নগরের নাম লোকার্ণো। মাত্র সাত শ ফিট উঁচু। নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি। অথচ শীত একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। স্যুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডে শীতকালেও গরম! এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব কি? বস্তুতঃ লোকার্ণোর মতন দক্ষিণ-স্যুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ইতালীয় শহর-গুলা নরম শীতের জন্যই বিখ্যাত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি অর্থাৎ উত্তর-ইয়োরোপের যে সব নরনারী কড়া শীত সহ্য করিতে অপারগ, তাহারা লোকার্ণোর মত স্যুইস আড্ডায় বস্তি গাড়ে। এই হিসাবে লুগানো শহর টুরিষ্ট মহলে এবং স্বাস্থ্যা-ন্বেষী মহলেও নামজাদা।

পাহাড়ের গায়ে স্তরে-স্তরে হোটেল এবং "পাংসিওন"গুলা উঠিয়াছে। স্যুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ধাপে-ধাপে-সিঁড়িকাটা শহর-

বিন্যাসের নমুনায়ই সিমলা-দার্জ্জিলিঙের নগর-গঠন সাধিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাড়ীগুলার বাগানে-বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, প্রত্যেক রাস্তায়ই জুঁই গোলাপ চামেলীর গন্ধই যেন পাইতেছি। গাছে গাছে কমলা লেবু দেখিতেছি। কলা গাছও বিরাজমান,—যদিও সেগুলা বেঁটে। হ্রদের নীল জলে দু'একটা নৌকা চলাফেরা করিতেছে। আকাশে চাঁদ উঠ'উঠ'। লাগো দি মাজ্যরে নামক আধা-ইতালীয় আধা-সুইস হ্রদের সৌন্দর্য্যকাহিনী ইয়োরোপের বালক-বালিকারা ঠাকুরমার ঝুলিতেই পাইয়া থাকে।

শেষ পর্য্যন্ত লুগানোয় আসিয়া আড্ডা গাড়া গেল। এই শহরের লাগাও, লুগানো হ্রদের অপর পারে মোণ্টেব্রে পাহাড়ের জানুর উপর, কাষ্টাঞোলা পল্লী অবস্থিত। "হোটেল হেল্-হ্বেট্সিয়া"র বারান্দায় রোদ পোহাইতে পোহাইতে ওপারের সাল্হ্বাটোরে পাহাড়ের বিরাট বপু দেখিতেছি।

সুইস সমাজে ভাষা-সমস্যা

(১)

ভারতে আমরা শুনিয়াছি যে, সুইস নর-নারীরা প্রত্যেকে তিন-তিনটা ভাষায় ওস্তাদ। জুরিখের একজন বাস্তুশিল্পী-এঞ্জিনিয়ারের পত্নী বলিতেছেন:—"কথাটা কাগজে-কলমে ঠিক। ইস্কুলে আমরা ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং ইতালিয়ান্ এই তিনটাই শিখিতে বাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু নিজ মাতৃ-ভাষা

ছাড়া অপর দুইটা আমাদের দখলে আসে না।" ইনি নিজে জার্ম্মাণ-ভাষী পিতামাতার কন্যা। ফরাসী জানেন কিছু কিছু,—ইতালিয়ান্ একদম না।

ফরাসী-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক নগরের নাম ফ্রাইবুর। এই-খানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ক্যাথলিক পাদ্রীদের প্রভাব এই পাঠশালার এক বিশেষত্ব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পত্নী শীত কাটাইতে আসিয়াছেন ইতালিয়ান্ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। তিনি বলিতেছেন:—"জার্ম্মাণ শিখিবার জন্য পাঠশালায় ত ব্যবস্থা ছিলই। অধিকন্তু পরে হ্বিয়েনা শহরের নিকটবর্ত্তী এক অতি প্রসিদ্ধ অষ্ট্রিয়ান্ বালিকা-বিদ্যালয়ে গিয়া জার্ম্মাণ শিখিয়া আসিয়াছি।" তথাপি তাঁহার সঙ্গে জার্ম্মাণে কথা বলিয়া জবাব পাইতেছি ফরাসীতে!

(২)

"হোটেল হেলহ্বেট্‌সিয়া"র আশে পাশে যে দু-চার ঘর সুইস বাসিন্দা দেখিতেছি—তাহারা সকলেই ইতালিয়ান্। কাষ্টাঞোলা, কাসারাতে, রুহ্বিগ্‌লিয়ানা ইত্যাদি সকল পল্লীই ইতালিয়ান্। এখানে রাস্তায় ঘাটে যে সব গাড়োয়ান, মজুর, চাষী, কুলী ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হয় তাহারা ফরাসীও বুঝে না জার্ম্মাণও বুঝে না।

পাঠশালার ছাত্রছাত্রীর পাল প্রায়ই চোখে পড়ে। তাহারা দেখা হইলেই "বোন্‌ জ্যর্ন", "বোনা সেরা" ইত্যাদি বলিয়া

সম্ভাষণ করে। ইতালিয়ান্‌ ভাষায় দিনের বেলায় ও সন্ধ্যা-বেলায় এইরূপই সম্ভাষণ-রীতি।

বাজেল শহরের “শ্বোআইট্‌সার ব্যাঙ্ক্‌-ফারাইন্‌” নামক প্রসিদ্ধ সুইস্‌ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি ইতালিয়ান্‌ জানেন না। উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ব্যবসাদার, চিকিৎসক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই জার্ম্মাণ এবং ফরাসী দুই-ই জানে। ইতালিয়ান্‌-জানা সুইস্‌ গুন্‌তিতে বোধ হয় খুবই কম।

(৩)

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যে, উচ্চশিক্ষিত সুইস্‌রা উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীদের চেয়ে ভাষা হিসাবে উন্নত নয়। আমরা নিজ মাতৃ-ভাষা ছাড়া একটা দ্বিতীয় ভাষা (বর্ত্তমানে ইংরেজি) ইস্তামাল করিতে অভ্যস্ত। এই ধরণেই ফরাসী-সুইস্‌রাও জার্ম্মাণ শিখে দ্বিতীয়-ভাষা-স্বরূপ। আর জার্ম্মাণ-সুইস্‌দের পক্ষে ফরাসীও দ্বিতীয় ভাষা। ইতালীয়-সুইস্‌রা হয় ফরাসী না হয় জার্ম্মাণ শিখে। কিন্তু একটা তৃতীয় ভাষা উচ্চশিক্ষিত সুইস্‌দেরও দখলে নাই। নিম্ন-শিক্ষিতদের পক্ষে এমন কি একটা দ্বিতীয় ভাষাও অনেক সময়ে বিরল।

একটা তৃতীয় ভাষায় ওস্তাদ হওয়া সোজা কথা নয়। সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডের মতন একটা ছোট দেশেও আইনের জোরে তিনটা ভাষাকে প্রত্যেক নরনারীর সমান দখলে রাখিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই।

প্রত্যেক দেশেই দু-চার-দশ জন লোক বিদেশী ব্যবসার জন্য, পররাষ্ট্রনীতির কারবার সামলাইবার জন্য, উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণা চালাইবার জন্য তিন চারটা ভাষা আয়ত্ত করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারাও অধিকাংশ স্থলেই মাতৃভাষা এবং একটা দ্বিতীয় ভাষাই আটপৌরে কাজ চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত।

স্লুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের হোটেল-ওয়ালারা প্রত্যেকেই চার-পাঁচটা ভাষায় কথা বলিতে পারে। স্বদেশী ভাষা তিনটা ছাড়া ইংরেজীতে দখল না থাকিলে তাহাদের কাজ চলে না। স্লুইস্-সমাজে হোটেল চালানো এক অতি বড় ব্যবসা। এই ব্যবসায় পাকা হইয়া উঠিবার জন্য যুবারা হোটেল-বিদ্যালয়ে তিন-চার বৎসর কাটাইয়া থাকে। এই বরণের পাঠশালায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষার দিকে নজর দেওয়া হয় খুব বেশী।

স্লুইস্ দেশের স্বাস্থ্যনিবাস

(১)

স্লুইস আল্পস্ স্বাস্থ্যের খনিবিশেষ। স্লুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের প্রত্যেক পল্লীই স্বাস্থ্য-নিকেতন। কি হ্রদের কিনারায়, কি পাহাড়ের কোলে, কি বনের ফাঁকে-ফাঁকে, কি পর্ব্বতচূড়ায় সর্ব্বত্রই দেশীবিদেশী লোকের ভিড়। তাহারা হয় রোগ-চিকিৎসার জন্য, না হয় ব্যারাম সারিবার পর জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্লুইস-উপত্যকায় “অতিথি” হয়।

কাজেই "সানাটোরিয়ুম", আরোগ্যশালা, হাসপাতাল, পান্থ-নিবাস, "গাষ্টহোফ্" (অতিথি-শালা,) "পাঁসিয়", হোটেল ইত্যাদির সংখ্যা হাজার-হাজার। যার যেমন পয়সার জোর সে তেমন বসবাসের আড্ডা ঢুঁড়িয়া থাকে।

সাঙ্ক্‌ট্ মোরিটস্, ডাহ্বোস্; আরোজা ইত্যাদি পল্লী বা শহর উঁচু পাহাড়ের ডগায় বা "তালে" (অর্থাৎ উপত্যকায়) অবস্থিত। শীতকালের বাঘা শীতের সময় এখানকার বায়ু খটখটে শুক্‌না। চারিদিক্ বরফে সাদা। আবার জুন জুলাই আগষ্ট মাসের প্রচণ্ড গরমের সময় এই সকল জনপদই আরাম-দায়ক ঠাণ্ডা। এই কারণে এই দুই ঋতুতে সাঙ্ক্‌ট্ মোরিটস ইত্যাদি নগর স্বাস্থ্যান্বেষীদের মক্কায় পরিণত হয়।

গ্রীষ্মের পূর্ব্বে বসন্ত এবং কড়া শীতের পূর্ব্বে শরৎ বা হেমন্ত ইয়োরামেরিকার ঋতু-বিধান। এই দুই ঋতুতে আরাম-ভোগ করিতে হইলে লোকেরা আসে লুগানো, লোকার্ণো মঁত্রো ইত্যাদি শহরের "কুরর্ট্" বা স্বাস্থ্য-নিকেতনে। এই সকল শহর ইতালীয় ও ফরাসী-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের হোটেল-কেন্দ্র।

(২)

"কুরর্ট্" বা স্বাস্থ্যজনপদগুলা সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের হোটেল-পাঁসিয়-কেন্দ্র সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসালয়, হাস-পাতাল, "আরহোলুংস্-হাইম" বা আরোগ্যশালা ইত্যাদির কেন্দ্র-হিসাবেও এই সব পল্লীনগর সুইস নরনারীর ব্যবসাস্থল।

সুতরাং রেল-কোম্পানীও এই সকল কেন্দ্রে পয়সা রোজগারের পথ ঢুঁড়িয়া পায় বহুৎ।

নেহাৎ যাহারা মরণাপন্ন রোগী তাহারা "সানাটোরিয়ুমে" শয্যাগত থাকে। কিন্তু আর সকল লোক চব্বিশ ঘণ্টা নানা-প্রকার খেলা ধূলা এবং আমোদপ্রমোদের সুযোগ পায়। শীত-কালে বরফের উপর নাচাকুদা দৌড়লাফ করার জন্য গণ্ডা-গণ্ডা খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। "স্কি" চালানো এক প্রকার মারাত্মক আমোদজনক খেলা। এই খেলা ইয়োরামেরিকার বহু দূরদেশ হইতে নরনারীদিগকে ডাহ্বোস ইত্যাদি কেন্দ্রে টানিয়া আনে।

অন্যান্য ঋতুর জন্যও সময়োপযোগী সকল প্রকার স্বাস্থ্য-কর খেলার আয়োজন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্রই আছে। টেনিস্‌ গল্‌ফ্‌ ফুটবল ইত্যাদির ত কথাই নাই। তাহার উপর হ্রদে নৌকা বাওয়া, আর পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে শিকার করা ত আছেই। ঘরে বসিয়া থাকিবার জন্য কেহই "কুরর্টে" আসে না।

(৩)

খেলা-ধূলায় যোগ দেওয়া পয়সা-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ প্রত্যেক খেলার অনুরূপ পোষাক দরকার। তাহার জন্যও অনেক খরচ করিতে হয়। কাজেই একমাত্র পয়সাওয়ালা লোকেরাই "স্বাস্থ্যান্বেষণের" জন্য সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের হোটেলে-পাঁসিয়নে অতিথি হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে শক্তি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ট্যাঁকে টাকা না থাকিলে রোগীর পক্ষে চিকিৎসা চালানো সম্ভব নয়, অথবা সুস্থ সবল হইবার জন্য খোলা মাঠে নানাপ্রকার দৌড়-ধাপের ব্যবস্থায় ভিড়িয়া যাওয়াও সাজে না।

আজকালকার বাজার-দর দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চড়া। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ত বটেই। সর্ব্বাপেক্ষা শস্তা হোটেলে কিম্বা পাঁসিয়নে বসবাস করিতে হইলে কোনো সুইস্ "কুরর্টে" ভারতীয় ৭৲ টাকার কমে রোজ চলে না। জন প্রতি ঘর-ভাড়া, এবং তিন-বেলা খাওয়ার খরচ ধরা হইল। মামুলি কাপড়-চোপড় ধোলাইও ইহার সামিল। খেলিতে যাওয়া, বেড়াইতে যাওয়া, গান শুনিতে যাওয়া অথবা নৌকায়, ষ্টীমারে, অটোমোবিলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি সবই আলাদা খরচের অন্তর্গত। তাহার উপর, যদি ডাক্তার ডাকিয়া ওষুধ-পথ্য করিতে হয় সে কথা স্বতন্ত্র। তবে কোনো শহরে পৌঁছিয়া এই ধরণের একটা শস্তা হোটেল ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। গরীবের জন্য ব্যবস্থা দুনিয়ার কুত্রাপি নাই। এই জন্যই "বোলশেহ্বিজম্‌" দেখা দিয়াছে।

প্রত্যেক "কুরর্টে"ই ছেলে-পুলেদের জন্য ইস্কুল আছে। "অতিথিরা" স্বাস্থ্যান্বেষী হইয়া আসিলে এই সকল বিদ্যাপীঠে সন্তান-সন্ততিদিগকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

ভারতের স্বাস্থ্য-তীর্থ

(১)

সুইস্ নর-নারী সকল তরফ হইতেই তাহাদের পাহাড়, বন, হ্রদ, উপত্যকাগুলাকে মানব-জীবনের শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের সেবায় লাগাইতে পারিয়াছে। ভারতে পাহাড়ের অভাব আছে কি? স্বাস্থ্যকর বন, উপবন, সাগর, দরিয়ার অভাব আছে কি? কিন্তু আমরা কোথায়ও এখন পর্য্যন্ত খাঁটি "কুরর্ট" নামক শক্তি-স্বাস্থ্যের জনপদ গড়িয়া তুলিতে পারি নাই।

ইংরেজরা ভারতীয় পাহাড়গুলাকে নিজ দরকার মাফিক নিজ স্বাস্থ্য-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্ররূপে তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সেই সকল কেন্দ্রে পয়সাওয়ালা ভারত-সন্তানেরাও আজকাল একটু-আধটু করিয়া যাওয়া-আসা করিয়া থাকে।

অধিকন্তু রেল-কোম্পানীর প্রভাবে ভারতের বহু অপরিচিত অথচ সৌন্দর্য্যময় জনপদে কুলী-মজুর ও কেরানীদের আড্ডা হিসাবে অনেক পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল পল্লীর দিকেও ভারতীয় স্বাস্থ্যান্বেষীরা ক্রমে ক্রমে ঝুঁকিতেছে।

(২)

কিন্তু ভারতীয় নর-নারী স্বাধীন চেষ্টায় বর্ত্তমান যুগে কোনো স্বাস্থ্য-কর নগরনির্ম্মাণ বা উপনিবেশস্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিতে অগ্রসর হয় নাই। আজকাল যুবক ভারত স্বাস্থ্যের

দিকে নজর দিতেছে। খোলা হাওয়ায় খেলা-ধূলা, দরিয়ায়-সাগরে সাঁতার কাটা, অটোমোবিলে, সাইকেলে অথবা পদব্রজে হাঁটিয়া শত শত মাইল যাওয়া ইত্যাদি সখ আমাদের জীবনে দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের সহচর করিবার দিকে,—এবং স্বাস্থ্য-শক্তিকর সুযোগগুলাকে আটপৌরে খাওয়া-পরার আব-হাওয়ায় আনিয়া ফেলিবার দিকে,—আমাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় অল্পকালের ভিতরই প্রযুক্ত হইতে থাকিবে আশা করি। পল্লীসেবাই বলি আর প্রকৃতি-পূজাই বলি অথবা যৌবন-আন্দোলনই বলি,—সকলের সঙ্গেই, শারীরিক শক্তির পীঠস্থানস্বরূপ "কুরর্ট্"-গুলার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

মান্ধাতার আমলের তীর্থক্ষেত্রগুলায় ভারত-সন্তান স্বাস্থ্য-ভোগও করিয়া থাকে। যুবক ভারতকে এখন স্বাস্থ্য-তীর্থের জন্যই কতকগুলা বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাপ-দাদারা যাহা করিয়া গিয়াছে একমাত্র তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা জীবনবত্তার লক্ষণ নয়। ভারতীয় নর-নারীকে বর্ত্তমান যুগের স্বধর্ম্ম-মাফিক্ই জীবনের সাড়া প্রকটিত করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহা হইলেই দুনিয়া বুঝিবে যে ভারতেও জীবন-স্রোত চলিতেছে।

শিল্প-সাহিত্যে ভারত-প্রকৃতি

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জনপদ-সম্বন্ধে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত আজ-

কাল ভারতীয় পত্রিকার একটা বিশেষ অঙ্গ। ছুটির সময়, কংগ্রেসের সময়, সাহিত্য-সম্মিলনের সময় উচ্চশিক্ষিত ভারতসন্তান বিপুল মহাদেশের নানা নগর-পল্লীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক ধরণ-ধারণগুলা দখলে আনিতেছেন।

এই হিসাবে বলিব, যুবক ভারতে প্রকৃতি-পূজার সূত্রপাত হইয়াছে। এই-সঙ্গে একটা অভাব মনে পড়িতেছে। ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা এখনো কোনো ভারতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে নরনারীর চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারেন নাই। স্থকুমার শিল্পের ওস্তাদগণের নিকট ভারতবাসী স্বদেশের সম্পদ্‌-বৈচিত্র্য-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আশা রাখে। প্রাকৃতিক রসে ভরপূর কোনো উল্লেখ-যোগ্য ছবি একালের ভারতীয় চিত্রকরের কার্য্যাবলীর ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের উপত্যকা, বন-মাঠ, পাহাড়, দরিয়া, হ্রদ, ঝরণা আর সাগর-কিনারাগুলাকে সাধারণ গৃহস্থের নিকট চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার আর এক উপায় হইতেছে কবি ও ঔপন্যাসিকদের দৃশ্য-বর্ণনা। খাঁটি সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনের ভিতর বসিয়া তাহার খুঁটিনাটি সরসভাবে বিবৃত করিয়া যাইবার দায়িত্ব গদ্য ও পদ্য-সাহিত্যের নানা রচয়িতাদের ঘাড়ে রহিয়াছে।

তাঁহারা যদি নিজ নিজ কথাবস্তুগুলাকে প্রকৃতির রসে ভিজাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই "প্রকৃতি-পূজা" নামক জিনিষটা সাধারণ্যে দাঁড়াইয়া যায়। এই দিকে নবীন ভারতের

সাহিত্য-রসিকেরা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার দাম অল্প। উপন্যাস বা কথা-সাহিত্যে এই রস কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বাংলা বা হিন্দী সাহিত্যে প্রায় একরূপ অজানা রহিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য-স্রষ্টারা ভারতের কোন্ কোন্ জেলা, নগর, পাহাড়, দরিয়া বা পল্লীকে জনগণের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন এই সূত্রে তাহার আলোচনা সুরু করিলে সাহিত্য-সমালোচকেরা একটা নূতন চিন্তাক্ষেত্র পাইবেন।

লুগানো হ্রদের আশে-পাশে

(১)

জাপানে দেখিয়াছি পুরুষ-নাপিতেরা কামায় স্ত্রীলোককে। ইতালিয়ান্-সুইস্ মুল্লুকে পুরুষকে কামাইতেছে নাপিতানী। কাঠের জুতা পায়ে দিয়া স্ত্রীপুরুষেরা চলা-ফেরা করিতেছে। শীতকালে আঙুরের ক্ষেতে কাজ নাই। তবে ঘরের ভিতর বেতের চুপড়ী তৈয়ারী হইতেছে। পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে-পথে মাল-ঘাড়ে টেসিন্-নারীদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। খানিকটা হিমালয়ের ভূটিয়া দৃশ্য মনে পড়ে।

টেসিনের পল্লীগুলা বড়ই বিচিত্র। একটা ঘরের ঘাড়ে আর একটা ঘর উঠিয়াছে। লোকার্ণোর নিকটবর্ত্তী ব্রিয়োনে গ্রামের অকথ্য দুর্গন্ধ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কলঙ্ক। একজন শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন—"জার্ম্মাণ-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পল্লীতে এরূপ নোংরা দৃশ্য দেখিতে পাইবেন না।"

লুগানো হ্রদের এক অঞ্চলে একদম জলের উপর হইতে গাজিয়া গ্রাম উঠিয়াছে। এক-একটা বাড়ীর ঘাড়ে আর একটা বাড়ী অবস্থিত। এই পল্লীটা চিত্র-শিল্পী ফোটোগ্রাফার-দের চোখে বড়ই সুন্দর। বাহ্য রূপের তরফ হইতে বাস্তবিক ঘরসমাবেশটা মনোরম বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, এখানে বসবাস অসম্ভব।

মোণ্টে ব্রে পাহাড় আর সাঁ সাল্‌ভাতোরে পাহাড়, এই দুইটাই লুগানোর দুই অঞ্চলে জমকালো। দুইয়েই উঠিবার জন্য "ফুনিকোলেআর" আছে অর্থাৎ রেলপথ উঠিয়াছে প্রায় সোজা খাড়া। হাঁটিয়া উঠিতে লাগে তিন-চার ঘণ্টা। পায়-দলেই মোণ্টে ব্রে দেখিয়া আসা গেল। পথে পড়িল রাখাল বালক। তাহারা ধেনু চরাইতেছে না, চরাইতেছে ছাগলের পাল।

(২)

টেসিনের পল্লীগির্জ্জাগুলা গড়নে বিশেষত্ব-পূর্ণ। লোকার্নোর "মাদোনা দেল সাতো" সুইস্‌-সমাজে অতি প্রসিদ্ধ। ইয়োরোপের বাস্তু-রসিক এবং চিত্রশিল্পীরা এই মন্দিরের তারিফ করিয়া থাকেন।

গির্জ্জাহীন পল্লী এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। গির্জ্জার মোহন্ত,—পল্লীর কিষাণ, রাজমিস্ত্রী, মুচিও গোয়ালাদের উপর একচ্ছত্র শাসন-ভোগ করেন। ক্যাথলিক নরনারীর চিন্তায়

পুরুত্‌ ঠাকুর, সাক্ষাৎ দেবতা বিশেষ। বার মাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা তাহাদের আধ্যাত্মিকতার মামুলি কথা।

লুগানো হ্রদের এক কিনারায় মোর্কোতে শহর বা পল্লী। কাষ্টাঞোলা হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া পল্লীটা দেখিয়া আসা টুরিষ্ট মাত্রের সখ। মন্দিরটা উল্লেখযোগ্য। লুগানো শহরের ভিতর নানা সম্প্রদায়েব বিভিন্ন গির্জ্জা ত আছেই। অধিকন্তু টেসিনের খাঁটি স্বদেশী অর্থাৎ ইতালীয় গির্জ্জাও চোখে পড়ে।

মন্দিরগুলার ভিতরে ইতালীয় চিত্রকরদের আঁকা ছবি আছে, বলাই বাহুল্য। লুইনির আঁকা "মা মেরী" শিল্পীদের মহলে সুপরিচিত। "হোটেল স্বেলস্বেট্‌সিয়া"তে ঘরে বসিয়াই কাষ্টাঞোলার গির্জ্জাটা চৌপর দিন-রাত দেখিতেছি। রবিবার সকালে আর দুপুরবেলা খাওয়া- দাওয়ার পর ঘণ্টা-ধ্বনি কানে প্রবেশ করে। আর রাস্তায় দেখি মন্দিরযাত্রী পল্লীবাসীদের মিছিল। ধর্ম্মের আওতা ক্যাথলিক-মহলে বেশী কি হিন্দুমহলে বেশী ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিচার করিবার বিষয়।

সুইস নরনারীর ধরণ-ধারণ

(১)

"ফিও" (ফুল), "ফিও" বলিয়া এক পাঁচ ছয় বৎসরের ইতালীয় বালিকা প্রায়ই আসে, বেগুনী ফুল বেচিতে। তাহার ভাই যায় ইস্কুলে, আর বাপ কাজ করে সড়কে রাজমিস্ত্রীর। হোটেলের অনতিদূরেই পাহাড়ের গায়ে উহাদের বাড়ী।

একদিন তাহার মার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা হইল। শুনিলাম,—"হোটেলওয়ালা আমাদিগকে আপদে বিপদে সাহায্য করেন। তাঁহার ছেলে-মেয়ের জামা-কাপড় পুরানো হইয়া গেলে আমার শিশুরা সেই সব পায়।" দেখিতেছি, পাড়া-পড়্শীদিগকে মনে রাখা ভারতীয় পল্লী-পঞ্চায়তেরই একচেটিয়া সদ্‌গুণ নয়।

এক ব্যবসায়ী তাহার স্ত্রীকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য হোটেলে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল। স্ত্রী, স্বামী ছাড়িয়া একলা থাকিতে রাজি নয়। কান্নাকাটী চলিতেছে দিনরাত। লুগানো হইতে বাজেল পর্য্যন্ত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হয় প্রতিদিন। ছেলেপুলেদেরকে ফেলিয়া দূরদেশে নিজ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করা এই সুইস্ নারীর চিন্তায় বিলাস ও পাপবিশেষ। ভারতীয় নারীদের ভিতর যাঁহারা অতি সতী তাঁহারা এই সুইস্-ব্যবসা-দারের পত্নীকে হারাইতে পারিবেন কি ?

আমাদের দেশে যেমন সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি পতিব্রতার "কাহিনী" আছে, সেই ধরণের "কাহিনী" ইয়োরোপের সাহিত্যে গণ্ডা-গণ্ডা শুনিতেছি। জার্ম্মাণ নরনারীরা সেই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জীবন গড়িয়া তুলিতে শিখে।

(২)

শীতকালে সূর্য্যের রোদ খাওয়া ইয়োরোপীয় নগর-জীবনে এক প্রকার অসম্ভব। যে সকল ঘরে রোদ আসে তাহার



লুইনির আঁকা "মা মারী"—লুগানোর গির্জ্জায়

ভাড়া অত্যধিক। জার্ম্মাণিতে যতদিন ছিলাম ততদিন প্রায় কোনো ঘরে রোদ চাখি নাই। এখানে কাষ্টাগ্নোলার "হেল্‌ভেটসিয়া"য় ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেও দৈনিক আট ঘণ্টা রোদে পোড়া হইয়া ভাবিতেছি, মানুষের জীবনে সূর্য্যেরও দাম আছে।

এক মুচি এই হোটেলে অতিথি। তিনি বলিতেছেন :—"আমি যখন ব্যবসা সুরু করি, তখন হাতে একটা আধ্‌লাও ছিল না। এখন আমি বাড়ী করিয়াছি, গাড়ী করিয়াছি, বাগান করিয়াছি, নিজ কর্ম্মশালায় কয়েকজন চাকরও বাহাল করিয়াছি। বৎসরে একবার করিয়া ছুটি ভোগ করিবার জন্য দূর দেশেও গিয়া থাকি! স্ত্রীকে সঙ্গে আনিতে পারি নাই। দুইজনেই একসঙ্গে বাহিরে থাকিলে সংসার ও ব্যবসা চালানো অসম্ভব। কিন্তু আমি ফিরিয়া গিয়াই স্ত্রীকেও কোনো কুরর্টে পাঠাইয়া দিব।"

সপরিবারে ছুটি ভোগ করিতে আসিয়াছেন এক রুটিওয়ালা। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা দেশ-বিদেশের ডাক-টিকেট সংগ্রহে মাতিয়াছে। ডাকটিকেট সংগ্রহ করা ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই একটা বাতিক, খেলা এবং ব্যবসা।

(৩)

জুরিখের নিকটবর্ত্তী ওবার্লিকন পল্লীর এক বড় অটোমোবিল ফ্যাক্টারিতে প্রায় এক হাজার মজুর খাটে। ফ্যাক্টারির পরিচালক-এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"সুইট্সার্ল্যাণ্ডে জিনিষ-

পত্রের দর বাড়িয়াছে। কাজেই মজুরেরা বেশী বেতন চায়। ফ্যাক্টারির মালিকেরা বেতন বাড়াইতে অরাজি ছিল। অধিকন্তু তাহারা মজুরদিগকে পুরানো বেতনেই রোজ আট ঘণ্টার ঠাঁইয়ে নয় ঘণ্টা কাজ করাইতে সচেষ্ট ছিল। আমি মজুরদের স্বপক্ষে মনিবদের বিপক্ষে রায় দিয়াছি।"

এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী পূর্ব্বে ছিলেন ইস্কুল-মাষ্টার। যৌবনে শিক্ষয়িত্রী, সম্প্রতি গিন্নী,—এই ধরণের নারী অনেককে দেখিতেছি। একজন জজসাহেবের স্ত্রী বলিতেছেন ঃ—"আমি এখনো মাষ্টারি করিতেছি। আমার স্বামীর যদিও টাকার অভাব নাই, তবুও আমি ভাবিতেছি যে, আর দু-এক বৎসর কাজ করিলেই পুরা হারে সরকারী পেন্‌শ্যন্‌ পাইব। কিন্তু কাজে ইস্তফা দিলে পেন্‌শ্যন্‌টা সবই মাঠে মারা যাইবে।"

ধর্ম্মশিক্ষা লইয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পাঠশালায় লড়াই চলিতেছে। ক্যাথলিক পরিবারেরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে সরকারী-ইস্কুলের "নীতি" শিক্ষার ক্লাস হইতে বাঁচাইতে চায়। এক ক্যাথলিক ইস্কুলমাষ্টার বলিলেন ঃ—"নীতিশিক্ষার ওজর করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট্‌ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা আমাদের ছেলেমেয়েকে অধর্ম্ম শিখাইতেছে।" এক প্রটেষ্টাণ্ট্‌ নারী বলিলেন ঃ—"ক্যাথলিকরা এমনই গোঁড়া ও পরমত-বিদ্বেষী যে, তাঁহাদের চিন্তাধারা হইতে সামান্য মাত্র প্রভেদ ঘটিলেই সব কিছুই অধর্ম্ম বা দুর্নীতি।"

(৪)

আশী বছরের এক বুড়ী পাহাড়ের গৌরব প্রচার করিতে-ছেন। সঙ্গে আছে এক পুত্র ও এক কন্যা। প্রত্যেকেই কয়েক ছেলের জনক-জননী। উহারা আপেন্‌ৎসেল কাণ্টনের লোক। বুড়ী পূর্ব্বে কখনো 'টেসিন' ক্যাণ্টন দেখেন নাই।

বৃদ্ধা আপেন্‌ৎসেলের উপভাষায় গান শুনাইয়া বলিতেছেন—"এই ধরণের সুন্দর ভাষা সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের অন্য কোনও কাণ্টনে শুনিতে পাইবেন না।" তাঁহার মুখে অন্যান্য কাণ্টনের জার্ম্মাণ ভাষা ও উচ্চারণের ঠাট্টা শুনা গেল অনেক প্রকার।

"হেল্‌ভেটসিয়া" সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড দেশেরই অন্যতম নাম। এই নাম শুনিয়া হোটেলটায় সুইস্‌-মুল্লুকের সকল কাণ্টন্‌ হইতে অতিথি আসে। বর্ত্তমানে আপেন্‌ৎসেলের আত্মম্ভরিত্ব শুনিবামাত্র বুড়ীর চারিদিকে লোক জমিয়া গেল। কাণ্টনে কাণ্টনে লড়াই দেখিলাম খানিকক্ষণ ধরিয়া। বুড়ী নাছোড়বান্দা।

ৎসুগ শহরের এক কিণ্ডারগার্টেন-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন :—"এতদিন আমরা ছেলেপুলেদিগকে আজগুবি গল্প শিখাইতাম। রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী, ভূত-পেত্নীর কাহিনী, অদ্ভুত জানোয়ারের মিথ্যায় ভরা গল্প, এই সবই ছিল ছেলে-ভুলানো ছড়া। এই সকলের বিরুদ্ধে আমরা আজকাল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। শিশুদের চিত্তে ভয় প্রবেশ করানো কোনো মতেই মঙ্গলজনক নয়। অধিকন্তু যতদূর

সম্ভব প্রত্যেক গল্পেই বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।”

বসন্তোৎসব

বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে লুগানো, কাষ্টাঞোলা, পারাদিসো ইত্যাদি সকল কেন্দ্রই লোকে লোকারণ্য। বহুসংখ্যক জার্ম্মান্ নর-নারী সুইট্সার্ল্যাণ্ডের সকল কুরর্টেই অতিথি। সুইস্রা বলিতেছে ঃ—“সুইট্সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় প্রাসাদ-তুল্য হোটেলে আসিয়া বিলাস ভোগ করিবার ক্ষমতা দেখিতেছি হাজার হাজার জার্ম্মানের। অথচ ইহারা স্বদেশের দুঃস্থ নরনারীদের জন্য সুইস্ মুল্লুক হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লজ্জা বোধ করে না!” এই মর্ম্মে লেখা পড়িতেছি ও “বুণ্ড্” (ব্যর্ণ), “নাট্-সিওনাল ৎসাইটুঙ” (বাজেল), “জুর্নাল দ' জেনেহ্ব” এবং “নয়ে ৎস্যিরখার ৎসাইটুঙ” কাগজে। জার্ম্মানির পররাষ্ট্রসচিব ষ্ট্রেজেমানও লুগানোতে স্বাস্থ্যান্বেষী।

লোকার্নোয় “কামেলিয়েন্” ফুলের মেলা হইল। এই রূপেই টেসিনে বসন্তোৎসব সুরু হয়। মার্চ্চ্-এপ্রিল মাস অবশ্য জার্ম্মানিতে এবং উত্তর সুইট্সার্ল্যাণ্ডেও বেশ শীতকালই বটে। কিন্তু দক্ষিণ সুইট্সার্ল্যাণ্ড, ইতালী, দক্ষিণ ফ্রান্স, দক্ষিণ টিরোল ইত্যাদি জনপদে এখন সবুজের এবং রংবেরঙের ফুলের আওতা। ঘরে বসিয়াই ফুলের গন্ধ শুঁকিতেছি। তাহা ছাড়া চাঁদের আলো, রোদের ঝাঁজ আর নীল হ্রদের হাওয়া ত আছেই।

ৎসিথ্যার যন্ত্রে য়োড্‌ল্ গান

(১)

নৈশ ভোজনের সময় সপ্তাহে দুইতিনবার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গায়কের দল আসিয়া গান গাহিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে। ইতালিয়ান্, রুশ, জার্ম্মান্, ফরাসী, সকল প্রকার ওস্তাদের গানই শুনা যাইতেছে। কাষ্টাঞোলার এক অন্ধ যুবা হ্ব্যার্দি, রাখ্‌মানিনফ্, গোদার্ ইত্যাদির তৈয়ারী গৎ পিয়ানোয় বাজাইলেন।

"য়োড্‌ল্"-নামক সুর বা রাগিণী আল্পস্‌পাহাড়ের খাস আবিষ্কার। টিরোলে, বাহ্বেরিয়ায়, স্থুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র পাহাড়ের "তাল" বা উপত্যকাগুলা এই সঙ্গীত-ধ্বনিতে মুখরিত হয়। ভিন্ন-ভিন্ন তালের পোষাকও বিভিন্ন। উপভাষা এবং উচ্চারণ ত বিভিন্ন বটেই।

এই সঙ্গীতের প্রধান যন্ত্র হইতেছে "ৎসিথ্যার"। ত্রিশ-চল্লিশটা তারে এই যন্ত্র তৈয়ারী। যন্ত্রটা কাঠের পাত্রবিশেষ। টেবিলে শোয়াইয়া অথবা কোলে রাখিয়া দুই হাতের আঙ্গুলে বাজাইতে হয়।

(২)

ব্যর্ন্ অঞ্চলের এক চাষী সপত্নীক য়োড্‌ল্ গাহিয়া গেল। লুৎসার্ন্ তালের য়োড্‌লও শুনিলাম। বসন্তের গান, হ্রদের গান, বরফের গান, গরুবাছুরের গান, ছাগলের গান, গোয়ালা-গোয়ালিনীর গান,—এই সবই য়োড্‌লের "মুদ্দা"।

প্রকৃতি এই সকল গানের কথাবস্তু মাত্র নয়। সঙ্গীতের সুরগুলা সবই প্রকৃতির বিভিন্ন ধ্বনি বিশেষ। এক গানে বুঝিলাম,—সন্ধ্যার সময়ে রাখালেরা মাঠ হইতে গরুর পাল বা ছাগলের পাল ঘরে ফিরাইতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাষা বুঝিবে না, সেও আওয়াজের লহরেই বুঝিবে যে, গরুগুলা হাঁটিতেছে, গোয়ালা-গোয়ালিনীরা গরুগুলাকে ডাকিতেছে, ইত্যাদি। গোধূলির আব্‌-হাওয়ায় যা-কিছু কল্পনা করা সম্ভব সবই য়োড্‌লের সুরে পাইতেছি। ইহাও প্রকৃতি-পূজা সন্দেহ নাই।

য়োড্‌লের রাগিণীতে প্রতিধ্বনির ঠাঁই অনেক। পাহাড়ীরা খোলা মাঠে আকাশ ফাটাইয়া গাহিতে অভ্যস্ত। কাজেই হ্রদের, পর্ব্বতের, বনের এক তাল হইতে অপর তালে ধ্বনিগুলা লাফালাফি করিয়া থাকে। সেই লাফালাফিটা সুরের রূপে ধরিতে পারা যায়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রকৃতি-পূজা

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর-রচয়িতারা নিজ-নিজ সৃষ্টির ভিতর প্রকৃতির বহু ধ্বনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি ঝোরা, কি দরিয়া, কি নিশীথ, কি মধ্যাহ্ন, কি কীট-পতঙ্গ, কি বিহঙ্গকূল, দুনিয়ার আবহাওয়ায় যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, সবই পাশ্চাত্য "কম্পোজার"দের অপূর্ব্ব রাগ-রাগিণীর ভিতর পাকড়াও করিতে পারি।

ভৈরবী সকাল বেলার গান, আর পূরবী সন্ধ্যার গান,—এই ধরণের প্রভেদ. করিতে ভারত-সন্তান অভ্যস্ত। এই সকল প্রভেদের জোরেই ভারতবাসী লম্বা গলা করিয়া প্রচার করিতেছেন,—"ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এক আধ্যাত্মিক সংযোগ আছে। বিশ্বের নাড়ীর সঙ্গে মানবাত্মার এই যে যোগাযোগ তাহা ভারতেরই একচেটিয়া বস্তু!" ইত্যাদি।

ভারতবাসীরা আল্পস্‌ পাহাড়ের য়োড্‌ল শুনুন। তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন:—"দেখিতেছি খ্রীষ্টান্‌ চাষী-গোয়ালা নরনারীরাও প্রকৃতিনিষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিকও বটে।"

তাহার পর ইয়োরামেরিকার শহুরে ওস্তাদদের "সিম্‌ফনি," "ওভ্বারটিয়োর," "সোনাটা," "গাভ্বট্‌," "রোন্দো" ইত্যাদি রাগরাগিণীতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা যেদিন হইবে সেদিন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার "পাঁড়" প্রচারকেরা বলিতে সুরু করিবেন:—"ভারতীয় শিল্পীদের সৃষ্টি, ভারতবাসীর প্রকৃতিনিষ্ঠা সবই নেহাৎ ছেলেখেলা।" কথাটা শুনিবামাত্রই হয়ত আমাদের অনেকের বুক ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করা যায়? জগৎ বাড়িয়াছে। ভরত আর তানসেনই দুনিয়ার শেষ পীর নন।

ইষ্টার, ১৯২৪

এবার ইষ্টারের ছুটিতে স্যুইস্‌ রেলে দুর্ঘটনা ঘটিল। লুগানোর নিকটেই টেসিনের বড় শহর বেলিনৎসোনা। এই

খানে দুই ডাকগাড়ীতে রাত্রিকালে সংঘর্ষের ফলে বহু লোক মারা পড়িল (২১ এপ্রিল ১৯২৪)।

মারা পড়িবার মধ্যে জার্ম্মান্ টুরিষ্ট্দের সংখ্যাই বেশী। "ড্যয়েচ্-নাটসিওনাল" দলের প্রধান কর্ত্তা হেল্ফেরিখ তাঁহাদের অন্যতম। হেলফেরিখের মৃত্যু জার্ম্মান্ সমাজের দুর্ভাগ্য! ইনি ছিলেন ফ্রান্সের যম এবং ইংলণ্ডের মুগুর। যুবক জার্ম্মানি হেল্ফেরিখ্কে হিট্লার্ এবং লুডেন্ডোর্ফের মতনই পূজা করিত। মন্ত্রী কুনোর আমলে রুর্ জনপদ লইয়া জার্ম্মানিতে যে "সত্যাগ্রহে"র লড়াই চলিতেছিল তাহার আধ্যাত্মিক সেনাপতিই ছিলেন হেলফেরিখ। জার্ম্মান্রা সুইস্ রেল-কোম্পানীকে যারপর নাই গালাগালি করিতেছে।

পরিশিষ্ট

সুইস্ স্বরাজের সূত্রপাত *

(১)

ব্রতবদ্ধ পুরুষ-নারী
সুইট্‌সাল্যাণ্ডের তিন জেলার,—
অষ্ট্রিয়ার ঐ জমিদারের
সইবে নাক' এক্তিয়ার !
পাহাড় কোলে লুসার্ণ হ্রদ,
এক পারে তার শুইটস্ জেলা,
অপর পারে উন্‌টারভাল্ডেন
আর উরি দেশের গিরিমালা।

(২)

রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে
হ্রদের বারি সমুজ্জ্বল,
শ্বেত বরফের দরিয়া সবও
জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।

---

* জার্ম্মাণ নাট্যকার শিলার প্রণীত "হ্বিলহেল্ম্ টেল" নামক নাটকের কথাবস্তু লইয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন কবিরত্ন স্থানে স্থানে ছন্দের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আনন্দ বাজার পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় (১৩৩৫) এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়।

উরি জেলায় রুটলি নামে
জঙ্গল-ঘেরা মাঠের মাঝ
সুইস্ স্বরাজের সূত্রপাতে
গুপ্ত বৈঠক্ বস্‌ল আজ।

(৩)

আগুন ঘিরে বসেছে চাষী,
শিকারী জেলে পুরোহিত,
যুবায় বুড়ায় তেত্রিশ জন
গড়্‌তে স্বাধীনতার ভিৎ।
শুইটস্-বাসী ষ্টাউফাখার
(নামজাদা সে সব জেলায়,
নির্য্যাতিতের মিত্র সদা)
বুঝায় সোজা বক্তৃতায় :—

(৪)

"হাজার বছর পূর্ব্ব পুরুষ
নোয়ায়নিক' তাদের শির,
বাদশা, রাজা, জমিদারের
ধার ধারেনি সুইস্ বীর।
তারা সাফ্ করেছে বন জঙ্গল
হটিয়ে ভল্লুকের পাল,
দেশ করেছে সুশ্রী চষে',
পথ করেছে বুজিয়ে খাল।

(৫)

"বরফ-ঢাকা আল্পস্ 'পরে
ছবির মতন কাঠের ঘর,
লেবু আপেল গাছের ফাঁকে
তারা যেমন আকাশ 'পর।
আমরা বটে মালিক জমির
সুইট্সার্ল্যাণ্ডের সকল গাঁয়;
স্বাধীন গতিবিধি মোদের
স্থির রয়েছে কালের গায়।

(৬)

"সুইস্ গৃহস্থের গলায় শেকল,
জাতির বুকে কেল্লা তা'র—
বাঁধছে কসে' গড়ছে সুখে
অষ্ট্রিয়ার ঐ জমিদার!"
উণ্টারভাল্ডেনের এক যুবা
উঠল মেল্কথন উত্তেজিত,
প্রতিহিংসায় আগুন-মূর্ত্তি
পিতৃশোকে জর্জ্জরিত।

(৭)

সভার মাঝে চেঁচিয়ে বলে,—
"শোন অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার,

কর্ম্মচারীর জবরদস্তি
স্বজাতীয়ের হাহাকার।
জমিজমা নিচ্ছে লুটে,
রুক্‌ছে ক্ষেতে লাঙ্গল-টানা,
ইজ্জতে হাত দিচ্ছে সতীর,
চোখ করেছে পিতার কানা।

(৮)

"জানোয়ারও সয়না নরের
যথেচ্ছ সব ব্যবহার,
তোমরা সবাই জান নিজে
স্বভাব গাভী-ছাগ-ভেড়ার।
নিরীহ ত হরিণ বটে,
দাঁড়ায় তবু সেও রুকে,
মরবার আগে সাহস ভরে
শিঙের গুঁতা মারে বুকে।

(৯)

"বলদ খাটে চাষীর হালে,
নম্রের দাস নাই এমন আর,
বিরক্ত কেউ করলে তারে
উগ্রমূর্ত্তি তখন তার।
ধাক্কা দিয়ে শ্যাময় ছাগল
শিকারীরে ফেলে ছুঁড়ে,

উঁচু হ'তে অতল খাদে—
জানেনা কে আল্পস্ জুড়ে ?

(১০)

"অষ্ট্রিয়ার ঘোড়-সওয়ার দেখে'
পাহাড়ী মোরা ভয় কি পাই ?
ঝোরার তাণ্ডব জীবন-ভরা,
বজ্র-বিদ্যুৎ মোদের ভাই !
প্রলয়-হুঙ্কার বাজায় কানে
তুষার-গাঙে ঝড়ের ডাক্ ;
তুফান-পাগল হ্রদ-বুকেও
মোদের মাঝি দেয় গো হাঁক ।

(১১)

"মানুষের হাত কেল্লা গড়ে,
মানুষের হাতই ভাঙ্‌বে তারে ;
অষ্ট্রিয়ার শির চূর্ণ হবে
চাষীর মুল্লুক্ আল্পস্ 'পরে ।"
তলোয়ারের ঝন্ঝনানি
সভাদের মত জানায় স্থির,
কেন্দ্র হ'তে ঐ বৈঠকের
সরে' এল যুবক বীর ।

(১২)

উরি জেলার মোড়ল ফ্যিষ্ট্‌

দাঁড়াল গিয়ে সবার মাঝে,

টেল শিকারীর শ্বশুর সেজন,

জানে তাঁরে সব সমাজে।

যুবার সুরে সুর মিলায়ে

জানায় বুড়া গভীর রবে ;

"যদিও অসাধ্য-সাধন,

অষ্ট্রিয়ারে হঠাতে হবে।

(১৩)

"পাড়ায় পাড়ায় চর পাঠিয়ে

মত এনেছি নরনারীর,

জান্‌ দিয়ে চায় রাখতে সবাই

স্বাধীন জীবন পাহাড়ীর।

দুনিয়ার লোক বুঝবে তাতে

আল্পস্‌ পাহাড় নিত্যকাল,

স্বাধীনতার সিদ্ধ পীঠ সে,

দুনিয়া নিলেও গোলামী চাল।

(১৪)

"কি সর্ব্বনাশ দেখবে সুইস্‌

জাতির ধর্ম্ম পরিবার,

অষ্ট্রিয়া যদি পাহাড় 'পরে
কানুন কায়েম করে তার
অষ্ট্রিয়ার ঐ সমতলে
সেথায় নদী শুয়ে গড়ায়,
আমরা দেখি আসছে নেমে
জলের তোড় সে পাগলা-ঝোরায়।

(১৫)

"আটঘাট-বাঁধা সমাজ সেথা,
নিয়মের দাস হাসি-কাসি,
জটিল তাদের রাষ্ট্র আইন
পুঁথি-মাফিক্ কান্না হাসি।
নিত্য নূতন হুকুম দেখ
সভ্য ভব্য সহরের,
আশমান মাঠ হলেও খোলা
রুদ্ধ দ্বার সে হৃদয়ের।

(১৬)

"উঠতে বসতে কানুন সেথা
নাচ-গানে প্রাণ পায়না ছাড়া,
মনিবের হুকুম তামিল মাত্র—
চাষ, শিকার ও মাছধরা।
আবাদ মহল বাগ বাগিচা
নদ নদী হ্রদ দরিয়া খাল,

সবার মালিক বাদশা রাজা,
জন-সাধারণ মজুর পাল।

(১৭)

"পাহাড়ে মোদের নাইক' খাঁজনা,
নিষ্কর সব ভূমি জল,
ইচ্ছা-সুখে নাচি কুঁদি,
জীবন-গতি কি সরল!
টুকটুকে লাল-আল্পস্-রোজ
পাহাড়ী ঝোপে আগুন জ্বালে,
শুভ্র ক্ষুদ্র লিলি কুসুম
উপত্যকায় গন্ধ ঢালে।

(১৮)

"আশমান-বরণ ফরগেট-মি-নট্
ভুলোনা মোরে শিখিয়ে যায়,
দলে ভরা গোলাপ সম
যুবতী পূর্ণ সুষমায়।
(মোরা) মানব-প্রাণের ধর্ম্ম শিখি
শীত-গ্রীষ্মে প্রকৃতির,
আইনের বাঁধা-বাঁধির ভিতর
বাপ-দাদার কাজ নয় স্থির।

(১৯)

"নূতনেরে দেয় না স্থান
পাড়াগাঁয়ে পুরাতন,
পূর্ব্ব পুরুষ রেখেছে বেছে
যাহা নিত্য সনাতন।
একই পাহাড় দেখেছে তারা,
একই বরফ, একই মেঘ,
চিত্ত তাদের রেখেছে ভরে'
একই স্বাধীন বায়ুর বেগ।

(২০)

"আত্মা তাদের জুড়েনি কোন
পুরোহিতের মন্ত্র-পাঠ ;
তাদের হৃদয়-গাঁথার কালে
লোকারণ্য হয়নি মাঠ।
আশ্‌মান ধরাতলের মাঝে
পেয়েছে তারা অবাধ ঠাঁই,
জলরাশি গান গেয়েছে
পবন বাজিয়েছে সানাই।

(২১)

"ঊর্দ্ধে সাক্ষী তারার মালা
হৃদয়ের আগুন নিম্নে তার,

জীবন-গৃহের ভিত-প্রতিষ্ঠায়
নাই প্রয়োজন প্রসূণ-হার।
স্ত্রী-পুত্রকে বাস্‌তো ভালো
চিন্তা করতে অরির নাশ;
হিংসায় ছিল স্বভাব ভরা
ভালবাসার যদিও দাস।

(২২)

"তাজা সব প্রবৃত্তি মোদের,
লজ্জা নাইক' পশুত্বের,
পরাণ ঢালি পাগলসম
হানি হ'লে ইজ্জতের।
চরম সুরের জীবন রাখি,
আত্মসম্মান বুঝি ঠিক,
স্বার্থে কেহ হাত লাগালে
জ্ঞান থাকে না দিক্‌বিদিক্।

(২৩)

"আগা পাছা দেখিনাক'
ভবিষ্যতের ভাবনা নাই,
বর্ত্তমান কর্ত্তব্য করি
চির-যৌবনের সঙ্গী তাই।"
বুড়ার কথা থাম্‌লে পরে
বল্‌ল প্রৌঢ় এক জেলে,—

"কাজের ফিকির ঠাওরাবে কে
ভিল্‌হেলম্ টেল্‌কে ফেলে ?

(২৪)

ভিল্‌হেল্‌ম্ টেল্‌কে মানে
শিকারী-ভরা পাহাড় তিন,
বৈঠকে সে নাই উপস্থিত
অচল মোদের বুদ্ধি দীন।"
ষ্টাউফাখার বল্‌ল তখন—
"টেল দিয়েছে আমায় কথা,
চায় না বসতে বৈঠকে সে,
দেবে সবার আগে মাথা।"

(২৫)

টেলের কথা শুন্‌ল সবাই,—
"বোলচালে নাই আমার গলা ;
ভিল্‌হেল্‌মকে সামনে পাবে
তীর-ধনুকের যখন পালা।"
বলতে লাগল সবাই সভার,—
"অষ্ট্রিয়ার বুকে বিঁধবে শেল,
দলে যখন যোগ দিয়েছে
তীরন্দাজ ভিল্‌হেল্‌ন্ টেল্।

সমাপ্ত